WWW.BANGLABOOK.COM

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

ছোটবেলায় ইলা একবার জলপদ্ম দেখেছিল। মাঝ পুকুরে সাঁতার দিচ্ছে টকটকে লাল রঙের কি আশ্চর্য এক ফুল! যে ফুলের কাছে যাওয়া যায় না, যাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না — শুধু দূর থেকে মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয়।

ইলা বড় হল জলপদ্মের স্বপ্ন চোখে নিয়ে। তার সেই স্বপ্নের কথা কেউ জানল না। সব স্বপ্নতো বলে বেড়াবার নয়। কিছু স্বপ্ন হৃদয়ের গহীনে লুকিয়ে রাখতে হয়। ইলা লুকিয়েই রেখেছিল — লুকিয়ে রাখতে রাখতে একদিন সে নিজেই একটা জলপদ্ম হয়ে গেল। এই আশ্চর্য রূপান্তর কি করে হল সেই গল্পই জলপদ্মের গল্প।

ISBN 984-458-049-8

হুমায়ূন আহমেদের জন্ম ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ সনে ময়মনসিংহের নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ গ্রামে। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পলিমার কেমিস্ট্রিতে গবেষণা করে পি এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রে অধ্যাপনারত। লেখালেখি করছেন ১৯৭২ সন থেকে। ১৯৯২ তে লেখালেখির ২০ বছর পূর্ণ করেছেন সগৌরবে।

উপন্যাস, গল্প, নাটক, টিভি নাটক, কল্প বিজ্ঞান— হুমায়ূন আহমেদ যেখানেই হাত দিয়েছেন তা হয়ে উঠেছে পাঠক ও দর্শক নামক জনগোষ্ঠীকে আলোড়িত ও বিমোহিত করার সোনার কাঠি। তাইতো সব কিছুতেই পেয়েছেন অসম্ভব জনপ্রিয়তা।

বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে হুমায়ূন আহমেদ স্বভাবতই একটি বিশিষ্ট নাম। সমসাময়িককালে তার মতো জনপ্রিয় পাঠক নন্দিত লেখক আর আসেনি। এক বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়ে তিনি বাংলাদেশের সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এদেশে তিনিই প্রথম সাহিত্যে জনপ্রিয়তার মাত্রাটি যোগ করেছেন— এ কথা এক বাক্যে স্বীকার করতে হয়।

হুমায়ূন আহমেদের লেখায় কিছুটা রোমান্টিক মধ্যবিত্ত বিলাসী হাওয়া থাকলেও তার বিষয়ে নিহিত রয়েছে মানুষের জীবনের গভীর মর্মবাণী। তার রচনার বড় বৈশিষ্ট্য তার স্বচ্ছ বাহুল্যহীন রসময় ভাষা। মধ্যবিত্ত বৃত্তে বিচরণকারী তার চরিত্রগুলিরও রয়েছে বিশিষ্টতা। অন্যদিকে তার কল্পবিজ্ঞান (Science Fiction) বইগুলোতে রয়েছে তার নিজস্ব ভঙ্গী ও মনোমুগ্ধকর রচনাশৈলী। এদেশে এখনো তাই তিনি অদ্বিতীয়।

বলাই বাহুল্য তার সবরকম লেখা অত্যন্ত শালীন ও সুরুচিপূর্ণ। বাংলাদেশের বইকে জনপ্রিয় করা এবং বাজার তৈরীতে হুমায়ূন আহমেদ তাই হয়ে আছেন এক ইতিহাস সৃষ্টির মাইল ফলক।

বাংলা একাডেমী পুরস্কার, লেখক শিবির পুরস্কার, শিশু একাডেমী পুরস্কার, মাইকেল মধুসূদন পদক, ওসমানী পদক, অলক্ত সাহিত্য পদক, বাচসাস পুরস্কার, হুমায়ূন কাদির স্মৃতি পুরস্কার, কুমিল্লা ফাউন্ডেশন পদক, দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা স্মৃতি পদক ইত্যাদিতে সম্মানিত। সম্প্রতি আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'অনারারী ফেলো ইন রাইটিং' সম্মানেও সম্মানিত।

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

জলপদ্ম

হুমায়ূন আহমেদ

সময় প্রকাশন

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

জলপদ্ম
হুমায়ূন আহমেদ

নবম মুদ্রণ : মে ২০০৬
অষ্টম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০০
সপ্তম মুদ্রণ : আগস্ট ১৯৯৭
ষষ্ঠ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
পঞ্চম মুদ্রণ : ডিসেম্বর ১৯৯৩
চতুর্থ মুদ্রণ : ১ মার্চ ১৯৯৩
তৃতীয় মুদ্রণ : ১ জানুয়ারি ১৯৯৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর ১৯৯২
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯২

সময়
সময় ০৪৯

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সমর মজুমদার

কম্পোজ
নূশা কম্পিউটার্স,
৩৪ আজিমপুর, ঢাকা

মুদ্রণ
সালমানী প্রিন্টার্স, নয়াবাজার, ঢাকা

মূল্য : ৯০.০০ টাকা মাত্র

JALPADMA a novel by Humayun Ahmed. First Published : November 1992 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka.
Web site : www.somoy.com Email : f.ahmed@somoy.com

Price : Tk. 90.00 Only

ISBN 984-458-049-8 Code: 049

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

"উদাসীন দেখ আকাশের গায়ে মেঘেরা ছড়ায় সোনা
কথারা আমার গৃহহারা, করে ছায়াপথে আনাগোনা"
[ওফেলিয়া ; বিষ্ণু দে]

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের বই

উপন্যাস

আজ চিত্রার বিয়ে
এই মেঘ, রৌদ্রছায়া
এবং হিমু . . .
শ্রাবণমেঘের দিন
তিথির নীল তোয়ালে
নবনী
আশাবরী
জলপদ্ম
আয়নাঘর
মন্দ্রসপ্তক
মিসির আলির অমীমাংসিত রহস্য
আমাদের শাদা বাড়ী
In Blissful Hell
A Few Youths In The Moon

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী

শূন্য
ইমা
ওমেগা পয়েন্ট

গল্পগ্রন্থ

জলকন্যা
শ্রেষ্ঠ গল্প

স্মৃতিকথা/অন্যান্য

যশোহা বৃক্ষের দেশে
এলেবেলে ১ম পর্ব
এলেবেলে ২য় পর্ব

সমগ্র

হুমায়ূন ৫০
স্বপ্ন ও অন্যান্য

কিশোরসাহিত্য

ছেলেটা

শিশুতোষ

বোকাভূ
পরীর মেয়ে মেঘবতী

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

উৎসর্গ

সাধারণ হয়েও অসাধারণ
আমার অতি প্রিয় একজন
ময়মনসিংহের সালেহ ভাই
করকমলে।

WWW.BANGLABOOK.COM

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

১

রিকশা থেকে নামার সময় ইলা লক্ষ্য করল তার হাত-পা কাঁপছে। বুক ধকধক করছে। হাতের তালু ঘামছে। এত ভয় লাগছে কেন তার? ভয় কাটানোর জন্যে কিছু একটা করা দরকার, কি করবে বুঝতে পারছে না। বাড়িওয়ালার ভাগ্নে হাসান একতলার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে। ইলা তার দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে ভঙ্গিতে হাসল। কারো দিকে তাকিয়ে হাসলে হাসির জবাব দিতে হয়, কিন্তু হাসান কখনো তা করে না। আজও করল না। চোখ ফিরিয়ে নিল। এই ছেলে কখনো চোখে চোখে তাকায় না। সব সময় মাথা নিচু করে থাকে। সে যদি ইলার দিকে তাকিয়ে একটু হাসত তাহলে ইলার ভয় খানিকটা কমত। রঙ জ্বলে যাওয়া হলুদ রঙের ফুল হাওয়াই শার্ট পরা, ফ্যাকাসে চেহারার এই ছেলে কখনো তা করবে না।

চার টাকা ভাড়া ঠিক করা। ইলা রিকশাওয়ালাকে পাঁচ টাকার একটা নোট দিল। একটাকা ফেরত নেবার জন্যে অপেক্ষা করল না। এত সময় নেই। অতি দ্রুত তাকে তিনতলার ফ্ল্যাটে উঠতে হবে। তার মন বলছে — ভয়ংকর কিছু ঘটে গেছে। খুব ভয়ংকর! যদিও সে জানে কিছুই ঘটে নি। দিনে দুপুরে কি আর ঘটবে? ফ্ল্যাটে অন্তু মিয়া আছে। তাকে বলা আছে যেন সে কিছুতেই দরজা না খোলে। আগে জিজ্ঞেস করবে, 'কে?' পরিচিত কেউ হলেও বলবে — 'বিকালে আসবেন। বাসায় কেউ নেই।'

অন্তু মিয়ার বয়স সাত বছর। এত বুদ্ধি কি তার আছে? কলিং বেলের শব্দ হতেই সে বোধহয় দরজা খুলে দিয়েছে। গত মঙ্গলবারে তাদের পেছনের বাড়ির তিনতলা 6/B ফ্ল্যাটে এ রকম হল। ভদ্রচেহারার দুটি ছেলে এসে কলিং বেল টিপেছে। ভদ্রমহিলা দরজার কাছে আসতেই একজন বলল, আপা, আমি মিটার চেক করতে এসেছি। ভদ্রমহিলা দরজা খুললেন। ছেলে দুটি শান্তমুখে ঢুকল। চশমা পরা ছেলেটি মিষ্টি গলায় বলল, আপা, চেঁচামেচি করবেন না। এক মিনিট সময় দিচ্ছি। গয়না এবং টাকা-পয়সা রুমালে বেঁধে আমাকে দিন। আমার সঙ্গে পিস্তল আছে। বলেই সে হাসিমুখে পিস্তল বের করল। ভদ্রমহিলা একবার শুধু তাকালেন

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

পিস্তলের দিকে, তারপরই অজ্ঞান। ভাগ্যিস, জ্ঞান হারিয়েছিলেন নয়ত টাকা-পয়সা, গয়না-টয়না সব যেত। নিজেই স্টীলের আলমিরা খুলে সব বের করে দিতেন। জ্ঞান হারানোর জন্যে কিছু করতে পারলেন না। ওরাও চাবি খুঁজে না পেয়ে টেলিভিশনটা নিয়ে চলে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ইলার মনে হল নিশ্চয়ই তাদের ফ্ল্যাটেও এরকম কিছু হয়েছে। অন্তু মিয়াকে খুন করে জিনিসপত্র সব নিয়ে চলে গেছে। রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে। অন্তুর মুখের উপর ভনভন করে উড়ছে নীল রঙের মাছি। এই মাছিগুলিকে সাধারণত দেখা যায় না, শুধু পাকা কাঁঠাল এবং মৃত মানুষের গন্ধে এরা উড়ে আসে। ছিঃ এসব কি ভাবছে ইলা!

ফ্ল্যাটের দরজার কাছে ইলা থমকে দাঁড়াল। ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। পর্দা ঝুলছে। ইলার ঢুকতে সাহস হচ্ছে না। এমনভাবে বুক কাঁপছে যে মনে হচ্ছে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়বে। সে দরজা ধরে নিজেকে সামলাল, ভয়ে ভয়ে ডাকল, অন্তু, অন্তু মিয়া! কেউ জবাব দিল না। ইলা নিঃশ্বাস বন্ধ করে পর্দা সরিয়ে ঘরে উঁকি দিল। সোফায় পা তুলে বিরক্তমুখে জামান বসে আছে। এত সকালে সে কখনো অফিস থেকে ফেরে না। রোজই ফিরতে সন্ধ্যা হয়। জামান গম্ভীর গলায় বলল, কোথায় গিয়েছিলে?

ইলা জবাব দিল না। তার নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয় নি। এখনো বুক ধড়ফড় করছে। এটা বোধহয় এক ধরনের অসুখ। নয়ত শুধু শুধু সে এত ভয় পাবে কেন? জামান বলল, কথা বলছ না কেন? ছিলে কোথায়?

'নিউ মার্কেট গিয়েছিলাম।'

'দুপুরবেলা হুটহাট করে নিউ মার্কেটে যাবার দরকার কি? দু'দিন আগে 6/B ফ্ল্যাটে এত বড় একটা ঘটনা ঘটল। নিউ মার্কেটে গিয়েছিলে কেন?'

'উল কিনতে।'

'উল দিয়ে কি হবে?'

'একটা সোয়েটার বানাব।'

'সোয়েটার-টোয়েটার আজকাল কেউ ঘরে বানায় না। শুধু শুধু সময় নষ্ট। বাজারে সস্তায় পাওয়া যায়। দেখি ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দাও।'

পানি আনতে গিয়ে ইলা লক্ষ্য করল অন্তু ভেতরের বারান্দায় রেলিংয়ের দিকে মুখ করে বসে আছে। কিছুক্ষণ পর পর শরীর যেভাবে ফুলে ফুলে উঠছে তাতে মনে হচ্ছে কাঁদছে। জামান কি কিছু বলেছে অন্তুকে? থাক, এখন জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। পরে জিজ্ঞেস করা যাবে।

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

জামান পানির গ্লাস হাতে নিতে নিতে বলল, অন্তুকে তুমি কি বলে গিয়েছিলে? সে কিছুতেই দরজা খুলবে না। যতবারই বলি — 'আমি, দরজা খোল' ততবারই সে বলে — 'কেডা?' চড় লাগিয়েছি।

ইলা বলল, আহা মারলে কেন? ছোট মানুষ!

'ছোট হলে কি হবে, ঝাড়ে বংশে বজ্জাত। খুব কম করে হলেও আধ ঘণ্টা দরজা ধাক্কিয়েছি। সে বুঝতে পারছে আমি, তারপরেও দরজা খুলবে না। দেখি পরিষ্কার একটা রুমাল দাও তো। বেরুব।'

'কোথায় যাবে?'

'জয়দেবপুর। ফিরতে দেরি হবে। রাত বারটা-একটা বেজে যাবে। বাড়িওয়ালাকে বলবে দয়া করে যেন গেটটা খোলা রাখে। ব্যাটা উজবুক, দশটা বাজতেই গেট বন্ধ করে দেয়। এটা যেন মেয়েদের হোস্টেল।'

ইলা ক্ষীণ গলায় বলল, আমি কি মা'র বাসা থেকে একবার ঘুরে আসব? শুনেছি ভাইয়ার জ্বর। ভাইয়াকে দেখে আসতাম।

'সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ফিরে আসতে পারলে যাও। এত রাতে একা ফেরার প্রশ্নই উঠে না। শহরের অবস্থা যা মেয়েদের তো ঘর থেকে বের হওয়াই উচিত না।'

'একা ফিরব না। ভাইয়া পৌঁছে দেবে।'

'একটু আগে না বললে ভাইয়ার জ্বর, রোগী দেখতে যাচ্ছ। যাকে দেখার জন্যে যাচ্ছ সে-ই তোমাকে পৌঁছে দেবে এটা কেমন কথা। যা বলবে লজিক ঠিক রেখে বলবে।'

জামান উঠে দাঁড়াল। বিরক্তমুখে বলল, অন্তুর ঠোঁট বোধহয় কেটে গেছে। ঘরে ডেটল আছে। ডেটল লাগিয়ে দিও। আমি চললাম। দরজা ভাল করে বন্ধ কর।

অন্তুর ঠোঁট ভয়াবহভাবে কেটেছে। দু'ভাগ হয়ে গেছে। রক্তে তার শার্ট ভিজেছে। যেখানে বসে আছে সেই মেঝে ভিজেছে। রক্ত এখনো বন্ধ হয় নি। চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। সমস্ত মুখ ফুলে চোখ দু'টা ছোট ছোট হয়ে গেছে। অন্তুকে ভয়ংকর দেখাচ্ছে। ইলা হতভম্ব হয়ে গেল।

'ঠোঁট কাটল কিভাবে? পড়ে গিয়েছিলি?'

'হুঁ।'

'কিভাবে ঠোঁট কাটল?'

অন্তু জবাব দিল না। এতক্ষণ সে কাঁদে নি। এইবার কাঁদতে শুরু করেছে। এ বাড়ির পুরুষ মানুষটাকে সে যমের মত ভয় পায়। তার সম্পর্কে নালিশ করতে ভয় লাগে বলে সে নালিশও করছে না। নয়ত বলত, চড় খেয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়ে ঠোঁট

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

কেটে গেছে।

'ব্যথা করছে অন্তু?'

'হুঁ।'

'খুব বেশি?'

'হুঁ।'

'চুপ করে বসে থাক। তোকে এক্ষুণি ডাক্তারের কাছে পাঠাব। এই কাপড়টা ঠোঁটের উপর চেপে ধরে রাখ তো। রক্ত বন্ধ হোক। আমি বাড়িওয়ালার ভাগ্নেটাকে ডেকে নিয়ে আসি।'

চিন্তিত মুখে ইলা বসার ঘরে ঢুকল। সে ভেবে পাচ্ছে না, দরজা খোলা রেখে সে নিজেই একতলায় যাবে, না অন্তুকে পাঠাবে। অন্তুর যে অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে না সে একা একা নিচে যেতে পারবে। কিন্তু দরজা খোলা রেখে সে-ই বা যাবে কিভাবে? অন্তু এখন কাঁদছে শব্দ করে। ইলার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। আট ন'বছরের বাচ্চা একটা ছেলে। এরকম ব্যথা পেলে তার মা তাকে কোলে নিয়ে হাঁটত।

'অন্তু মিয়া!'

'হুঁ।'

'দরজা বন্ধ করে বসে থাক, আমি নিচ থেকে আসি। যাব আর আসব। মুখ থেকে কাপড়টা সরা তো — দেখি রক্ত বন্ধ হয়েছে কি-না।'

রক্ত বন্ধ হয় নি। ক্ষীণ ধারা এখনো পড়ছে। অন্তু মাঝে মাঝে জিভ বের করে রক্ত চেটে চেটে দেখছে। ইলা বলল, রক্ত চেটে খাচ্ছিস কেনরে গাধা? রক্ত কি খাবার জিনিস? ইলা চিন্তিত মুখে নিচে গেল। হাসানকে পাওয়া গেল না। বাড়িওয়ালার স্ত্রী সুফিয়া বললেন, গাধাটাকে এক কেজি চিনি আনতে বলেছিলাম। চল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে, ফেরার নাম নেই। কখন হুজুরের ফিরতে মর্জি হবে কে জানে? আসুক, আসলে পাঠায়ে দিব।

ইলা বলল, খালা, গেটটা আজ একটু খোলা রাখতে হবে। ও জয়দেবপুর গেছে, ফিরতে রাত হবে।

'হাসানকে বলে দিও। গেটের চাবি তার কাছে থাকে। আর তোমাকেও একটা কথা বলি, দিনকাল খারাপ — তোমার বয়স অল্প। একা একা থাক — এটা ঠিক না। কখন কি ঘটে যায়। পিছনের বাড়ির টেলিভিশন নিয়ে গেছে বলে যা শুনেছ সব ভুয়া। রেপ কেইস। তিনটা ছেলে ঢুকেছে। ঢুকেছে ১২ টার সময়, গেছে তিনটায়। কতক্ষণ হল? তিন ঘণ্টা। একেক জনের ভাগে এক ঘণ্টা। বুঝতে পারলে?'

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

সুলতানা চোখ ছোট করে রহস্যময় ইংগিত করলেন। ইলা চমকে উঠল — এমন কুশ্রী ইংগিত এমনভাবে কেউ করে?

'খালা, আমি যাই।'

'আহা দাঁড়াও না। বিস্তারিত শুনে যাও। এরা আসল ঘটনা চাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। চাপা দিলেই কি চাপা দেয়া যায়। বলে কি টেলিভিশন নিয়ে গেছে। টেলিভিশন নিয়ে গেলে বাড়িতে ডাক্তার আনা লাগে? ঐ বাড়িতে দুনিয়ার আত্মীয়স্বজন এসে উপস্থিত হয়েছে। মরাকান্না! ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টেলিভিশন এমন কি জিনিস যে গুষ্টিসুদ্ধা মরাকান্না কাঁদবে। তুমি আমাকে বল।'

'খালা, অন্তু একা আছে। আমি যাই।'

'যাই যাই করছ কেন? ঘটনা শুনে যাও — মেয়েটার হাসবেন্ডকে দেখলাম দু'জনে ধরাধরি করে বেবিটেক্সিতে তুলল। একটা টেলিভিশন নিয়ে গেলে এই অবস্থা হয়! তুমিই বল। আমি কি ভুল বললাম?'

'জ্বি–না।'

'তোমার বয়স কম। নতুন বিয়ে। খুব সাবধানে থাকবে। পারতপক্ষে বারান্দায় যাবে না। তোমার আবার বিশ্রী স্বভাব বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করা। এইসব রেপিস্টদের নতুন বিয়ে হওয়া মেয়েগুলির দিকে নজর থাকে বেশি — সাবধান। খুব সাবধান — । চা খাবে?'

'জ্বি–না।'

'খাও না।'

'আরেকদিন এসে খেয়ে যাব।'

'আসবে — নিজের বাড়ি মনে করে আসবে। বাড়িওয়ালা–ভাড়াটে সম্পর্ক আমার না। আমার বাড়িতে যে এসে উঠবে — সে আমার আপনা মানুষ। তার ভালমন্দ আমার ভালমন্দ। মাসের শেষে টাকা নিয়ে দায়িত্ব শেষ — এই জিনিস আমাকে দিয়ে হবে না। সবাইকে দিয়ে সব জিনিস হয় না।'

সুলতানা হাঁপাতে লাগলেন। শরীরে অতিরিক্ত মেদ জমে যাওয়ায় একনাগাড়ে বেশিক্ষণ কথা বলতে কষ্ট হয়। কষ্ট হলেও তিনি কথা বলেন। ধর্ষণ জাতীয় খবরে তিনি বড় মজা পান। এইসব খবর আগে শুধু কাগজে পড়তেন। এখন বাড়ির কাছে ঘটে যাওয়ায় বড় ভাল লাগছে।

ইলা আবার বলল, আসি খালা। বলে আর দাঁড়াল না। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। সুলতানা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। ইলা মেয়েটা অতিরিক্ত রকমের সুন্দর। তাঁর বড় ছেলের জন্যে তিনি অনেকদিন ধরে একটা সুন্দর মেয়ে খুঁজছেন।

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

পাচ্ছেন না। সুন্দর মেয়েগুলি গেল কোথায়? যে ক'টাকে পাওয়া যায় সব ক'টার বিয়ে হওয়া। মায়ের পেট থেকে পড়েই এরা বিয়ে করে ফেলে না-কি? কোন মানে হয়?

আশ্চর্য, অন্তুর ঠোঁট থেকে এখনো রক্ত পড়ছে।

'অন্তু, বেশি ব্যথা করছে?'

'হুঁ।'

'হাসান এসেই তোকে নিয়ে যাবে। এক্ষুণি আসবে, খবর দিয়ে এসেছি। শুয়ে থাকবি খানিকক্ষণ? বিছানা করে দেই?'

অন্তু ঘাড় কাত করল। এবং কেন জানি প্রবল কষ্টের মধ্যেও হাসার চেষ্টা করল। অন্তুর বিছানা বলতে ভাঁজ করা একটা মাদুর। একটা বালিশ পর্যন্ত ছেলেটার নেই। ইলা জামানকে একবার বলেছিল, একটা বালিশ নিয়ে এসো। বেচারা বালিশ ছাড়া ঘুমায়। জামান গম্ভীর গলায় বলেছে — এদের বালিশ দরকার হয় না। খামোকা বড়লোকি শেখাতে হবে না। ইলা ঠিক করে রেখেছে এবার মা'র বাসায় গেলে একটা বালিশ আর একটা কাঁথা নিয়ে আসবে।

মাদুর বিছাতে গিয়ে ইলা দেখল, মেঝেতে কার্পেটের উপর জামানের মানিব্যাগ। পেটমোটা কালো রঙের মানিব্যাগ। যখন চেয়ারে বসেছিল তখন নিশ্চয়ই পকেট থেকে পড়ে গেছে। মানিব্যাগ পকেট থেকে পরে যাবে, জামান টের পাবে না, এরকম হবার কথা না। টাকা-পয়সার ব্যাপারে সে খুব সাবধানী। মানিব্যাগে বেশ কিছু পাঁচ শ' টাকার নোট রাবার বেন্ড দিয়ে বাঁধা। কতগুলি নোট? গুনে দেখতে ইচ্ছে করছে।

জামান নিশ্চয়ই খুব দুশ্চিন্তা করছে। এতগুলি টাকা। দুশ্চিন্তা করারই কথা। সে কি বুঝতে পেরেছে মানিব্যাগ হারিয়েছে? নিশ্চয়ই খুব ঝামেলা হয়েছে। রিকশা থেকে নেমে রিকশা ভাড়া দিতে গিয়ে হঠাৎ দেখল মানিব্যাগ নেই। এইসব ক্ষেত্রে রিকশাওয়ালারা বিশ্বাস করতে চায় না যে মানিব্যাগ হারিয়েছে। তারা খুব যন্ত্রণা করে। ইলা নিজে একবার এ রকম যন্ত্রণার মধ্যে পড়েছিল। যাত্রাবাড়ি থেকে বার টাকা রিকশা ভাড়া ঠিক করে সে আর রুবা এসেছে বায়তুল মুকাররমে। কিছু কেনার নেই — এম্নি ঘুরার জন্যে আসা। রিকশা থেকে নেমে ব্যাগ খুলে দেখে পুরানো ছেঁড়াখোঁড়া একটা এক টাকার নোট ছাড়া কোন টাকা নেই। কি বিশ্রী কাণ্ড! রিকশাওয়ালার সরল সরল মুখ, কিন্তু সে এমন হৈচৈ শুরু করল যে তাদের চারদিকে লোক জমে গেল। লোকগুলি ভাবল, ইচ্ছা করেই ইলা রিকশাওয়ালাকে টাকা দিচ্ছে

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

না। রুবা অসম্ভব ভীতু। সে ইলার বাঁ হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলল — এখন কি হবে আপা? এখন কি হবে? ইলা রিকশাওয়ালাকে বলল, আপনি আমাদের সঙ্গে যাত্রাবাড়ি চলুন। আপনাকে চব্বিশ টাকা দেব। রিকশাওয়ালা থু করে থুথু ফেলে বলল, যাত্রাবাড়ি যামু ক্যান? আমার কি ঠেকা?

'আপনার কোন ঠেকা না, আমাদের ঠেকা। প্লীজ চলুন।'

ইলার আবেদনে কোন লাভ হল না বরং রিকশাওয়ালাটা আরো প্রশ্রয় পেয়ে গেল। সে আরো কিছু রিকশাওয়ালা জুটিয়ে ফেলল এবং সরল সরল মুখ করে মিথ্যা কথা বলা শুরু করল — এই মাইয়া দুইটা আমারে ভাড়া দেয় না। আবার উল্টা গালি দিতাছে। আমারে বলে তুই ছোডলোকের বাচ্চা।

রুবা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আপা ব্যাগে তোমার যে কলমটা আছে ঐ কলমটা ওকে দিয়ে দাও। কলম নিয়ে চলে যাক।

'কলম দিয়া আমি করমু কি? কলম ধুইয়া খামু? কলম খাইলে ফেড ভরব?'

আর ঠিক তখন মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক এসে গম্ভীর গলায় বললেন — কত হয়েছে ভাড়া?

রুবা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, বার টাকা।

ভদ্রলোক একটা বিশ টাকার নোট বাড়িয়ে বললেন, এটা রাখ। সঙ্গে কলম আছে? আমার ঠিকানা লিখে রাখ। এক সময় ফেরত দিয়ে যেও।

তাদের চারপাশের ভিড় তবুও কমে না। যেন নাটকের শেষ দৃশ্যটি এখনো বাকি আছে। এরা শেষটা না দেখে যাবে না। ইলা ঠিকানা লিখছে — ভদ্রলোক বলছেন — লেখ বি. করিম। এগার বাই এফ, কলতাবাজার। দোতলা।

ভিড়ের মধ্যে একজন বলল, টাকা ফেরত দিতে হবে না। টাকার বদলে অন্য কিছু দিলে আরো ভাল হয়।

একসঙ্গে সবাই হেসে উঠল। রুবার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। একজন সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আবার দেহি কান্দে!'

আবারো সবাই হেসে উঠল। সময় সময় কোন কারণ ছাড়াই মানুষ খুব নির্মম হয়। মধ্যবয়স্ক ঐ ভদ্রলোক চলে গেলেন না। ভিড় থেকে তাদের বের করে আনলেন। রুবার দিকে তাকিয়ে বললেন — নাম কি?

'রুবা। দিলরুবা খানম।'

'শোন দিলরুবা খানম — কাঁদছ কেন? কাঁদার মত ঘটনা কি ঘটল? টাকা-পয়সা সঙ্গে না নিয়ে বাড়ি থেকে বের হও কেন? যাও, বাড়ি যাও।'

ভদ্রলোক লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন। একবার পেছনে ফিরে

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

তাকালেনও না। মোটা মোটা ভারিক্কি ধরনের এই মানুষটাকে ধন্যবাদ পর্যন্ত দেয়া হল না।

হাসান নিঃশব্দে এসে পর্দার ওপাশে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে নিজের পায়ের নখের দিকে। গভীর মনোযোগে নখের শোভা দেখছে হয়ত। ইলা নিজ থেকে কিছু না বললে সে চুপ করেই থাকবে। কিছুই বলবে না। অদ্ভুত ছেলে!

'হাসান, তুমি অন্তুকে একটু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে? দেখ না ওর ঠোঁটের অবস্থা।'

হাসান এক পলকের জন্যে তাকাল। তার কোন ভাবান্তর হল না। তবে সে কথা বলল। মেঝের দিকে তাকিয়েই বলল, ভাবী, মনে হচ্ছে সেলাই লাগবে। আর এটি এস দিবে। কিছু হলেই ওরা এটিএস দেয়।

'দাঁড়াও, তোমাকে টাকা দিয়ে দি। কত লাগবে বল তো?'

'বুঝতে পারছি না ভাবী, গোটা ত্রিশেক দিন।'

আশ্চর্যের ব্যাপার, ভাংতি টাকা ঘরে নেই। কি করা যায়! ভাংতি কেন, কোন টাকাই নেই। জামানের মানিব্যাগ থেকে একটা পাঁচশ' টাকার নোট কি দিয়ে দেবে? জামান জানতে পারলে খুব রাগ করবে। আর জানতে যে পারবে তাও নিশ্চিত। টাকা না গুনেই সে বলে দিতে পারবে — পাঁচশ' টাকার একটা নোট কম।

ইলা অস্বস্তির সঙ্গে বলল, একটা পাঁচশ' টাকার নোট দেব?

'দিন। আমি ভাঙিয়ে নেব।'

'তুমি মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলছ কেন হাসান?'

হাসান জবাব দিল না। চোখ তুলে তাকালও না। ইলা তাকে পাঁচশ' টাকার একটা নোট দিল। অন্তু ছোট ছোট পা ফেলে যাচ্ছে। অন্তুর পা দুটি শরীরের তুলনায় ছোট। কেমন হেলেদুলে হাঁটে, মনে হয় পড়ে যাবে।

পাঁচশ' টাকার নোট মোট কতগুলি আছে? ইলার গুনে দেখতে ইচ্ছা করছে। টাকা দেখলেই সব মানুষেরই বোধহয় গুনতে ইচ্ছা করে। ইলার যা ভাগ্য, গুনবার সময়ই হয়ত জামান এসে উপস্থিত হবে। থাক, গোনার দরকার নেই। আন্দাজে মনে হচ্ছে একশ'টার মত হবে। তার মানে পঞ্চাশ হাজার টাকা। কি সর্বনাশ! গা ঝিম-ঝিম করে। এতগুলি টাকা একটা মানুষ পকেটে নিয়ে ঘুরে? যদি সত্যি সত্যি হারিয়ে যেত। ইলা টাকা গুনতে বসল। একশ' বারটা পাঁচশ' টাকার নোট। তার মানে ছাপ্পান্ন হাজার। কি সর্বনাশ!

ইলা দরজা বন্ধ করে আলনার দিকে গেল। ঘরে পরার একটা শাড়ি নেবে।

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

বাথরুমে গিয়ে গা ধুবে। প্রচণ্ড গরম লাগছে। গা কুটকুট করছে। বাথরুমে গিয়ে হয়ত দেখা যাবে পানি নেই। বিকেলের দিকে এ বাড়িতে পানি থাকে না। জামানকে একটা বড় বালতি কিনতে বলেছিল। জামান বিরক্ত হয়ে বলেছে — খামোকা একটা বড় বালতি কেনার দরকার কি? দু'জন মাত্র মানুষ — বালতি-ফালতি কিনে বাড়ি ভর্তি করার জাস্টিফিকেশন নেই। শুধু ঝামেলা। কি কিনতে হবে, কি কিনতে হবে না — তা আমাকে বলার দরকারও নেই। আমার চোখ-কান খোলা, আমি জানি কি দরকার — কি দরকার না। যখন যা দরকার হবে, আমি ঠিকই কিনব।

কি অদ্ভুত মানুষ! টাকা আছে, অথচ খরচ করবে না। বিয়ের প্রথম এক মাস ইলা কিছু বুঝতে পারে নি। সে ভেবেছিল, মানুষটার আর্থিক অবস্থা বোধহয় তাদের মতই। টাকা-পয়সা নেই। যদিও থাকছে সুন্দর একটা ফ্ল্যাটে। বসার ঘরে কার্পেট আছে, সোফা আছে, টিভি, ফ্রীজ আছে। তবে হাতে হয়ত নগদ টাকা নেই। বিয়ে উপলক্ষে জিনিসপত্র কিনেই সব শেষ করে ফেলেছে। লোকটার উপর খুব মায়া হয়েছিল। মায়া হয়েছিল বলেই বিয়ের তিন দিনের দিন সে বলেছিল — আমার কাছে সাতশ' টাকা আছে। তোমার যদি দরকার হয় তুমি নিতে পার।

'কোথায় পেলে সাতশ' টাকা?'

'ভাইয়া আমাকে এক হাজার টাকা দিয়েছিল। বিয়েতে কিছু দিতে পারে নি এই জন্যে এক হাজার টাকা দিল। আমি নিতে চাই নি . . . '

'এক হাজার থেকে সাতশ' আছে, বাকি তিনশ' কি করলে?'

ইলা বিস্মিত হয়ে বলল, খরচ করেছি।

'গরীব ঘরের মেয়ে। খরচের এই হাত তো ভাল না। দেখি, এই সাতশ' টাকা আমাকে দিয়ে দাও। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে বলবে। একটা কথা মন দিয়ে শোন — ইলা এই জীবনে অনেক কিছুই কিনতে ইচ্ছা করবে। কিনতে ইচ্ছা করলেই কিনতে নেই। টাকা-পয়সা অনেকেরই থাকে — খুব কম মানুষই থাকে যারা টাকা জমাতে পারে। হাতের ফাঁক দিয়ে টাকা বের হয়ে যায়। বুঝতে পারে না। বুঝতে পারছ?

ইলা শুকনো গলায় বলল, পারছি। তার মনটা বেশ খারাপ হল। মানুষটা তাহলে কৃপণ। বেশ ভাল কৃপণ। ইলা লক্ষ্য করল মানুষটা শুধু কৃপণ না, মনও ছোট। কৃপণ মানুষের মন এম্নিতেই ছোট থাকে — তবে তারা তা গোপন রাখতে চেষ্টা করে। এই লোকটা তা করে না। বরং চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

বিয়ের পরপর রুবা এসেছে, বড় বোনের সঙ্গে কয়েকদিন থাকবে। জামান হাসিমুখে গল্পটল্প করছে, তবু এক ধরনের গম্ভীর গম্ভীর ভাব। সারাক্ষণ ভুরু

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

কুঁচকানো। জামান এমন করছে কেন ইলা কিছুতেই ধরতে পারে না। তৃতীয় দিনের দিন রাতে ঘুমুতে যাবার সময় জামান হাই তুলতে তুলতে বলল, রুবা ক'দিন থাকবে?

ইলা হাসিমুখে বলল, এস. এস. সি. পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন তো ছুটি। চলে যেতে চেয়েছিল, আমি জোর করে রেখে দিয়েছি।

জামান গম্ভীর গলায় বলল, জোর করে রাখার দরকার কি? জোর জবরদস্তি ভাল না। হয়ত এখানে থাকতে ভাল লাগছে না।

'ভাল লাগছে না কে বলল। ভাল লাগছে — দেখ না কত হাসিখুশি।'

'সারাক্ষণ দেখি টিভির নব টেপাটেপি করছে। এইসব সেনসিটিভ ইনস্ট্রুমেন্ট। হুট করে নষ্ট করে দেবে।'

ইলা হতভম্ব হয়ে গেল। কি বলছে এই মানুষটা? জামান সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'ঐ দিন দেখি ফ্রীজের দরজা ধড়াম করে বন্ধ করল। ট্রাকের দরজাও এমন করে কেউ বন্ধ করে না। ফ্রীজের দরজা নিয়ে কুস্তি করার দরকার কি?'

ইলা বলল, আচ্ছা, কাল সকালে ওকে যাত্রাবাড়িতে রেখে এস।

'সকালে পারব না, কাজ আছে। দেখি বিকেলে না হয় রেখে আসব।'

'না সকালেই রেখে আস।'

'রাগ করছ না-কি? ফালতু ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে রাগারাগি করবে না। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বেশি মাখামাখি কচলাকচলি আমার পছন্দ না। তারা থাকবে তাদের মত। আমরা থাকব আমাদের মত। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'বিয়ের পর সুখী হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাপের বাড়ি দ্রুত ভুলে যাওয়া। ভুলে যাবার চেষ্টা কর।'

'চেষ্টা করব।'

জামান সত্যি সত্যি সকালে রুবাকে নিয়ে যেতে চাইবে, ইলা ভাবে নি। জামান তাই করল। ইলার চেয়েও অবাক হল রুবা। রুবা বলল, দুলাভাই, আমার তো আরো তিনদিন থাকার কথা। আজ যাব কেন?

'থাকতে চাইলে তিনদিন থাক, অসুবিধা কি! তোমার আপা বলল রেখে আসতে।'

রুবা গেল ইলার কাছে। বিস্মিত হয়ে বলল, দুলাভাই আমাকে যাত্রাবাড়িতে রেখে আসতে চাচ্ছে — ব্যাপার কি?

'ব্যাপার কিছু না।'

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

'তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-টগড়া হয়েছে?'

'না।'

'এমন গম্ভীর মুখে না বলছ কেন? আচ্ছা শোন, মা যদি শুনে তোমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে — মা খুব মন খারাপ করবে।'

'আমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া হয় নি। আমার প্রচণ্ড মাথাধরা। এই জন্যেই বোধহয় গম্ভীর হয়ে আছি। তোর থাকতে ইচ্ছা হলে থাক।'

'না আপা, এখন যাই। দুলাভাই বলছিলেন তিনি ভিসিআর কিনবেন। কেনা হোক, তখন এসে অনেকদিন থাকব। রোজ পাঁচটা করে ছবি দেখব। তোমরা টেলিফান করে নিবে আপা? এত সুন্দর বাড়ি — টেলিফোন ছাড়া মানায় না।'

'টেলিফোনের জন্যে অ্যাপ্লাই করেছে। এসে যাবে শিগগির।'

'দুলাভাইয়ের কি অনেক টাকা আপা?'

'জানি না।'

ইলা আসলেই জানে না। মানুষটা সম্পর্কে জানে না। তবু তার সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জীবন যাপন করে।

অন্তুর পেছনে মাত্র উনিশ টাকা খরচ হয়েছে। হাসান বাসে করে তাকে মেডিকেলের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে গেছে। ডাক্তার দু'টা স্টিচ দিয়েছেন। এটিএস এবং কমবায়োটিক ইনজেকশন শুধু কিনতে হয়েছে। হাসান পাঁচশ' টাকার নোটটা ভাঙায়নি। ফেরত এনেছে। ইলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মানিব্যাগে রেখে দিলেই হবে। জামান কিছুই জানতে পারবে না।

'তোমাকে আমি সকালে টাকাটা দিয়ে দেব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'বস একটু, চা খাও।'

'আমি চা খাই না।'

'চা না খেলে শরবত খাও। আমি লেবু দিয়ে শরবত বানিয়ে দি। ভাল লাগবে।'

'কিচ্ছু লাগবে না ভাবী।'

'তুমি বস তো দেখি।'

হাসান জড়সড় হয়ে সোফার চেয়ারে বসল। এখনো মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। কার্পেটের ডিজাইন দেখছে। পুরুষ মানুষ এমন হয় কখনো? কি বিশ্রী মেয়েলী স্বভাব!

'কি পড় তুমি?'

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

'বি. এ. পড়ি। এ বছর পরীক্ষা দেব।'

'তাই নাকি? কখন পড়? আমি তো সব সময় তোমাকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখি।'

'নাইট সেকশনে পড়ি। জগন্নাথ কলেজে।'

'ও আচ্ছা।'

'ডে সেকশনে ভর্তি হতাম। চান্স পেয়েছিলাম। চাচা নিষেধ করলেন। চাচা বললেন — দিনে অনেক কাজকর্ম আছে। তাই . . . '

'চাচা কে? আমাদের বাড়িওয়ালা?'

'জ্বি।'

'আমি শুনেছিলাম তিনি তোমার মামা।'

'জ্বি-না, চাচা। বাবার ফুপাতো ভাই।'

'দিনের বেলায় কি কাজ কর?'

'বাজার করি। তারপর প্রেসে যাই। চাচার একটা প্রেস আছে মগবাজারে। কম্পোজ সেকশান।'

'ও, তাই নাকি?'

'জ্বি।'

'তুমি আমার অনেক উপকার করলে ভাই, নাও, শরবত খাও। ঘরে আর কিছু নেই।'

হাসান এক নিঃশ্বাসে শরবতের গ্লাস শেষ করেই উঠে দাঁড়াল। ইলার মনে হল শরবতের বদলে চা দিলে গরম চা-ও হয়ত সে এভাবে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলত।

'ভাবী যাই?'

'তুমি আরেকদিন এসে আমাদের সঙ্গে চারটা ডাল-ভাত খাবে। আর শোন, তুমি আমাকে এত লজ্জা পাচ্ছ কেন? মুখ তুলে তাকাও। রাস্তায় কখনো দেখা হলে আমি তোমাকে চিনতে পারব না। এখনো আমি ভালমত তোমার মুখ দেখি নি।'

হাসান মুখ তুলে তাকাল। এই প্রথম সে হাসল। লাজুক ধরনের সুন্দর একটা ছেলে। কচি মুখ। সে আবার বলল, ভাবী যাই?

'আচ্ছা যাও। আর শোন, তুমি আমাকে ভাবী ডাকবে না। আপা ডাকবে। ভাবী ডাকটা শুনতে ভাল লাগে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আজ রাতে গেটটা একটু খোলা রাখতে হবে। ওর ফিরতে দেরি হবে। এগারটা বারটা বেজে যাবে।'

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

'জ্বি আচ্ছা।'

অন্তুর জ্বর এসেছে। বেশ ভাল জ্বর। রাতে সে কিছুই খেল না। ইলা বসার ঘরে মাদুর পেতে অন্তুকে শুইয়ে দিল। বেচারা মরার মত শুয়ে আছে। গালে মশা বসেছে, সেই মশা তাড়াবারও চেষ্টা করছে না। ছেলেটার জন্যে একটা মশারি কিনতে হবে। জামানকে বলে দেখলে হয়। রাজি হতেও তো পারে। মশারি কোন অপ্রয়োজনীয় জিনিস নয়। প্রয়োজনের জিনিস।

ইলা অন্তুর হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট দিল। সে টাকা পেয়ে খুব খুশি। হাসার চেষ্টা করছে। ইলা বলল, খবর্দার, হাসবি না। হাসলে ঠোঁটে টান পড়বে। ব্যথা পাবি।

অন্তু ব্যথা পাচ্ছে। তবু হাসছে। এরা কত অল্পতে খুশি। ঠোঁটের ব্যথার কথা এখন আর তার মনে নেই। মনে থাকলেও ব্যথা অগ্রাহ্য করে সে ঘুমুবে। ভোরবেলা ওঠে কাজকর্ম করবে। টাকাটা লুকানো থাকবে গোপন কোন জায়গায়। বারবার কাজ ফেলে দেখে আসবে নোটটা ঠিকমত আছে কি-না।

'অন্তু। দুধ খাবি? এক কাপ দুধ এনে দেই?'

'দুধ গন্ধ করে।'

'থাক তাহলে। গন্ধ করলে খেতে হবে না। ঘুমিয়ে পড়।'

বাধ্য ছেলের মত অন্তু চোখ বন্ধ করল। ঘুমিয়েও পড়ল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

ছেলেটার বাবা-মা কোথায় আছে ইলা জানে না। অন্তু নিজেও জানে না। জানলে খবর দিত।

জামান রাত এগারটায় ফিরল। কোন কথা না বলে গম্ভীর মুখে তোয়ালে হাতে বাথরুমে ঢুকল। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, খেয়ে এসেছি। এক কাপ চা করে দাও।

আশ্চর্যের ব্যাপার! হারানো মানিব্যাগের কথা সে কিছুই বলছে না। ইলা ভেবেছিল ঘরে ঢুকে সে জিজ্ঞেস করবে, মানিব্যাগ পেয়েছ? এতগুলি টাকা মানিব্যাগে। জিজ্ঞেস করাই তো স্বাভাবিক। যে কোন মানুষ করবে। জামানের মত সাবধানী মানুষ আরো বেশি করবে। জিজ্ঞেস করছে না কেন?

খালি গায়ে বারান্দায় বসে জামান চা খাচ্ছে। বারান্দায় বাতি নেভানো। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবু সে যে খুব চিন্তিত, এটা বোঝা যাচ্ছে। কেমন কুঁজো হয়ে বসেছে। একটু পরপর শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলছে। ইলা ঠিক করল, রাতে শোবার

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

সময় সে বলবে মানিব্যাগ ঘরে পাওয়া গেছে। তুমি ফেলে গিয়েছিলে। এত চিন্তা করার কিছু নেই।

ইলা চায়ের কাপ জামানের দিকে বাড়িয়ে ধরল। জামান শান্ত গলায় বলল, বিরাট একটা লোকসান হয়েছে।

'কি লোকসান?'

'পকেট মার হয়েছে।'

'বল কি?'

'হারামজাদা মানিব্যাগ নিয়ে গেছে।'

'সত্যি নিয়েছে?'

'এটা আবার কি রকম কথা? সত্যি না তো কি? আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা-ফাজলেমি করছি?'

ইলা কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। জামান চায়ের কাপ নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিজের মনেই বলল, কোত্থেকে নিয়েছে তাও জানি। কলাবাগানে রিক্সা থেকে নামলাম। ঠিক তখন একটা লোক ঘাড়ে পড়ে গেল। মানিব্যাগ যে তখনি পাচার হয়ে গেছে আমি বুঝতে পারি নি। রিকশা ভাড়া দিতে গিয়ে বুঝলাম। এর মধ্যে হারামজাদা হাওয়া।

'মানিব্যাগ পকেটে ছিল?'

'মানিব্যাগ পকেটে থাকবে না তো কোথায় থাকবে? অনাবশ্যক কথা বল কেন? কি বিশ্রী অভ্যাস।'

'কত টাকা ছিল?'

'ছিল কিছু। ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দাও, আর পান দাও। দেশটা চোরে ভর্তি হয়ে গেছে।'

জামান ঘুমুতে এল খবরের কাগজ হাতে। বিছানায় বসে মানুষটা ভুরু কুঁচকে কাগজ পড়ছে। ইলা বুঝতে পারছে জামান আসলে কাগজ পড়ছে না। নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছে। ইলা শুয়ে আছে। তাকিয়ে আছে জামানের দিকে। বড় মায়া লাগছে।

ইলার ঠিক মাথার নিচেই প্রায় একশ' বারটা পাঁচশ' টাকার নোট বোঝাই মানিব্যাগ। না একশ' বার না, তের। হাসানের ফেরত দেয়া নোটটাও সে রেখে দিয়েছে। সে এক সময় ক্ষীণ স্বরে বলল, এই, একটা কথা শোন।

জামান বিরক্ত স্বরে বলল, এখন ঘুমাও তো। কোন কথা শুনতে পারব না। কথাবার্তা যা সকালে বলব। দুপুর রাতের জন্যে জমা করে রাখবে না।

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

'ঘুমুবে না?'

'কেন যন্ত্রণা করছ? তোমার ঘুম তুমি ঘুমাও।'

'টাকা হারানোয় খুব খারাপ লাগছে?'

'না, খারাপ লাগছে না। খুব আনন্দ পাচ্ছি।'

জামান খবরের কাগজ ভাঁজ করে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল। এটি তার স্বভাবের বাইরে। সে খুব গোছালো। এমন কাজ কখনো করবে না। ইলা বলল, বাতি নিভিয়ে দেব?

'দাও।'

ইলা বাতি নিভিয়ে দিল। অন্তু মিয়া কুঁ-কুঁ শব্দ করছে, জ্বর বোধহয় আরো বেড়েছে। জ্বর বাড়লে কি করতে হবে ডাক্তার কি তা বলেছে? ঘরে একটা থার্মোমিটার নেই। তাদের যাত্রাবাড়ির বাসায় থার্মোমিটার আছে। রুবার দখলে থাকে। রুবার একটা কাঠের বাক্স আছে। সেই বাক্সে শুধু যে থার্মোমিটার আছে তাই না — ডেটল আছে, তুলা আছে, বার্নল আছে। বাক্সের গায়ে বড় বড় করে লেখা — 'আরোগ্য নিকেতন'।

ইলা ক্ষীণ গলায় বলল, ঘুমুচ্ছ?

জামান জবাব দিল না। তবে সে যে এখনো ঘুমায় নি তা বোঝা যাচ্ছে।

ইলা আর কিছু বলল না। তার ঘুম আসছে না। প্রায়ই তার এরকম হয়। জেগে জেগে রাত পার করে দেয়। নানান কথা ভাবে। রাত জেগে ভাবতে তার বড় ভাল লাগে।

জামান বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। ইলা খুব সাবধানে বিছানা থেকে নামল। ফ্যানের নিচেও খুব গরম লাগছে। বারান্দায় এসে সে কিছুক্ষণ বসবে। এটাও নতুন কিছু নয়। প্রায়ই বসে। অন্ধকারে একা একা বসে থাকার মধ্যেও এক ধরনের আনন্দ আছে।

ইলা বারান্দায় চেয়ারে বসতে বসতে ভাবল, মানিব্যাগটা ফিরিয়ে না দিলে কেমন হয়? সে নিজে বুঝতে পারছে, এটা খুবই অন্যায় চিন্তা। কিন্তু কিছুতেই মাথা থেকে দূর করতে পারছে না। এক বান্ডিল পাঁচশ' টাকার নোট। এত টাকা এক সঙ্গে সে নিজে কখনো দেখে নি। টাকাটা কি সে নিজের জন্যে রেখে দিতে পারে না? যদি রাখে তাহলে কি খুব বড় পাপ হবে?

অন্তু আহ-উহ করছে। ইলা উঠে গিয়ে তার কপালে হাত রাখল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। মাথায় পানি ঢালা দরকার। এত রাতে পানি ঢালাঢালির ব্যবস্থা করলে

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

জামানের ঘুম ভেঙে যাবে। সে খুব বিরক্ত হবে। ইলা অসহায় ভঙ্গিতে অন্তুর মাথার পাশে বসে রইল।

তার নিজের পানির পিপাসা হচ্ছে, কিন্তু উঠে যেতে ইচ্ছা করছে না । একজন কেউ যদি হাতের কাছে থাকত এবং বলা মাত্র গ্লাস ভর্তি বরফ শীতল পানি নিয়ে আসত তাহলে চমৎকার হত।

'অন্তু।'

'উঁ।'

'তোর অসুখ সারলে তোকে আমি মা'র বাসায় রেখে আসব। সেখানে খুব আরামে থাকবি।'

'আচ্ছা।'

'এ বাড়িতে তোর কি ভয় লাগে?'

'হুঁ।'

ইলা মনে মনে বলল, আমারো ভয় লাগে । পানির পিপাসা ক্রমেই বাড়ছে। উঠে যেতে ইচ্ছা করছে না। এখন যদি জামান ঘুমের ঘোরে বলে, পানি দাও। সে পানি নিয়ে আসবে। অন্তু চাইলেও আনবে। কিন্তু নিজের জন্যে পানি আনতে যাবার সামান্য কষ্টটাও করবে না।

sohell.kazi@gmail.com

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

২

রুবা আটটার আগে ঘুম থেকে উঠে না। যত সকাল সকালই ঘুমুতে যাক, উঠতে উঠতে সেই আটটা। তাও নিজ থেকে উঠবে না, কাউকে এসে ডাকতে হবে, পা ধরে ঝাঁকুনি দিতে হবে। ইদানিং ঘুম ভেঙে প্রথম যে কথাটি সে বলছে তা হচ্ছে — আজ কলেজে যাব না, মা। শরীর ভাল না।

রুবার কথা শুনে তাঁর মা সুরমা এমন ভঙ্গিতে তাকাবেন যাতে মনে হবে তিনি এই মুহূর্তে মেয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। রুবা তখন বলবে — ঠিক আছে মা, যাচ্ছি। যদিও যাবার কোন রকম তাড়া দেখা যাবে না। দীর্ঘ সময় নিয়ে দাঁত মাজবে। নাশতা খেতে দেরি করবে। কাপড় পরতে দেরি করবে ; তারপর রিকশা ভাড়ার জন্যে ঘ্যানঘ্যান করতে থাকবে। যদিও সে জানে রিকশা ভাড়া পাওয়া যাবে না। যেতে হবে বাসে। সময় নষ্ট করবার জন্যেই রিকশা ভাড়া নিয়ে হৈচৈ করা। শুরুর একটা বা দুটা পিরিয়ড রুবা কখনো ধরতে পারে না। এই নিয়ে তার খুব মাথাব্যথাও নেই। বন্ধু ঠিক করা আছে যার প্রক্সি দেবে। রুবার বন্ধুর ভাগ্য খুব ভাল। কলেজ চলাকালীন সময়ে তাকে দেখা যাবে ক্যান্টিনে আড্ডা দিতে। মজার মজার গল্প বলে বান্ধবীদের সে সারাক্ষণ হাসাতে পারে। কলেজের প্রতিটি আপার কথা বলা এবং হাঁটা নকল করতে পারে। রুবার এই প্রতিভা কলেজের আপাদের অজানা নয়। প্রিন্সিপ্যাল আপা একদিন তাকে ডেকে নিয়ে খুব ধমকালেন। কড়া গলায় বললেন, আবার যদি শুনি তুমি আপাদের নকল করছ তাহলে খুব খারাপ হবে। কলেজ থেকে বের করে দেব। কলেজ পড়াশোনার জায়গা, এটা নাট্যশালা নয়।

রুবা মাথা নিচু করে বলেছে, আর করব না আপা। তখন রুবাকে অবাক করে দিয়ে প্রিন্সিপ্যাল আপা বললেন — মিস মনোয়ারা কিভাবে হাঁটেন একটু দেখি।

'সত্যি দেখাব?'

'হ্যাঁ, দেখাও। এটা হচ্ছে তোমার লাস্ট পারফরম্যান্স। মাইন্ড ইট। কলেজের ডিসিপ্লিনের ব্যাপারে আমি খুবই কড়া।'

রুবা মনোয়ারা আপার কোমর দুলিয়ে হাঁটা এবং হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ার ভঙ্গির খানিকটা করল। প্রিন্সিপ্যাল আপা খুব চেষ্টা করলেন না হাসতে। শেষ পর্যন্ত পারলেন না। হাসলেন, কাশলেন এবং বিষম খেলেন। প্রিন্সিপ্যাল আপা বুঝতেও পারলেন না তাঁর একই সঙ্গে হাসি, কাশি ও বিষম খাওয়ার দৃশ্যটি রুবা দশ মিনিটের

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

ভেতরেই কমনরুমে দেখাবে এবং দৃশ্য দেখে তার বান্ধবীরা হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যাবে।

রুবা এ রকম ছিল না। তার পরিবর্তনটা হয়েছে হঠাৎ। কলেজে ঢোকার কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল রুবা বদলে গেছে। আগে যে কোন তুচ্ছ কারণেও তার চোখে পানি এসে যেত। এখন হাসি এসে যায়। সে এরকম হল কেন সে নিজেও জানে না।

আজ রুবার ঘুম ভেঙেছে খুব ভোরে। বিছানা ছেড়ে ওঠে নি। অনেকক্ষণ গড়াগড়ি করেছে। আপার বিয়ে হয়ে যাওয়ায় এই একটা লাভ তার হয়েছে। পুরোপুরি বিছানার দখল পাওয়া গেছে। এই গরমে কারো সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে শুতে হচ্ছে না। ঘুমের ঘোরে কেউ গায়ে পা তুলে দিচ্ছে না। পুরো রাজত্ব তার একার।

সুরমা যথানিয়মে তাকে ডাকতে এলেন। রুবা বলল, পা ধরে ঝাঁকুনি শুরু করবে না মা, আমি জেগে আছি।

'উঠে আয়। হাতমুখ ধুয়ে তৈরি হ।'

'আজ কলেজে যাব না মা। এরকম কড়া করে তাকালেও কোন লাভ হবে না। হাতি দিয়ে টেনেও কেউ আজ আমাকে কলেজে নিতে পারবে না।'

'কেন ?'

'আজ কলেজে গেলেই দেড়শ' টাকা দিতে হবে। দেড়শ' টাকা তুমি দিতে পারবে না। আমারও যাওয়া হবে না।'

'এখন কিসের দেড়শ' টাকা। সেদিন না বেতন দিলি?'

'পিকনিক হচ্ছে মা।'

'চৈত্র মাসে কিসের পিকনিক?'

'পিকনিকের কোন চৈত্র-বৈশাখ নেই। যখন ইচ্ছা তখন করা যায়। আমাদের কলেজের কিছু বড়লোকের মেয়ে পিকনিক করছে চৈত্র মাসে। তারা একটা লঞ্চ ভাড়া করেছে। ঐ লঞ্চ ঢাকা থেকে মানিকগঞ্জ যাবে। আবার ফিরে আসবে। এর জন্যে চাঁদা হচ্ছে দেড়শ' টাকা।'

'তুই ওদের সঙ্গে যাবি কেন?'

'যাব নাইবা কেন?'

'বড়লোকের মেয়েদের সঙ্গে তোর এত কিসের মাখামাখি? তুই তোর নিজের

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

মত মেয়েগুলির সঙ্গে মিশবি।'

'গরীব মেয়েগুলিকে খুঁজে বের করব? জনে জনে জিজ্ঞেস করব — তুমি কি গরীব, তোমার বাবা কি মারা গেছেন? তোমার বড় ভাই কি খুব কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছেন? তুমি কি রোজ বাসে করে স্কুলে আস? পিকনিকে যাবার জন্যে সামান্য দেড়শ' টাকা চাঁদা কি তুমি দিতে পার না? যদি না পার তাহলে আস, তুমি আমার বন্ধু।'

'চুপ কর তো রুবা। তুই এমন ফাজিল হচ্ছিস কিভাবে!'

'জানি না মা কিভাবে হচ্ছি। আমার ফাজলামি দেখে তুমি যেমন অবাক হচ্ছ আমি নিজে তার চেয়েও বেশি অবাক হচ্ছি। মনে হয় আমাকে জ্বীনে ধরেছে। সুন্দরী মেয়েদের জ্বীনে ধরে।'

'চুপ করবি?'

'আমাকে ধমক দিয়ে কোন লাভ হবে না মা। যে জ্বীনটা আমাকে ধরেছে তাকে কড়া করে ধমক দিতে হবে। তাকে বলতে হবে — হে জ্বীন, তুমি আমার শান্ত ভালমানুষ মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে বড়লোকের কোন মেয়েকে ধর।'

সুরমার কড়া দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রুবা হাই তুলল। আদুরে গলায় বলল, এখন ক'টা বাজে বলতে পারবে? সুরমা মেয়ের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বের হয়ে এলেন। রুবা বিছানা ছাড়ল। বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

বারান্দায় রুবার বড় ভাই বাবু তার দিনের সবচে' কঠিন কাজটি করছে। শুধুমাত্র একটা ব্লেড হাতে নিয়ে দাড়ি শেভ করার চেষ্টা করছে। সে বসেছে উবু হয়ে। তার সামনে চেয়ারের উপর ছোট্ট একটা আয়না। বাবুর সমস্ত চিন্তা-চেতনা আয়নায় নিবদ্ধ। রুবা বড় ভাইয়ের দাড়ি শেভ করার দৃশ্য শান্তমুখে খানিকক্ষণ দেখল। এই দৃশ্য তার কখনো ভাল লাগে না, গা শিরশির করে। একটা সামান্য রেজার কিনতে কত টাকা লাগে? ভাইয়া তা কিনবে না। নিজের জন্যে একটা পয়সা খরচ করতেও তার গায়ে জ্বর আসে।

'ভাইয়া!'

'হুঁ।'

'আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ নাপিত ছিল। নাপিত ছাড়া শুধুমাত্র ব্লেড দিয়ে এত সুন্দর শেভ কেউ করতে পারবে না।'

বাবু হাসল। রুবা তার সামনে বসতে বসতে বলল, ভাইয়া, চৈত্র মাসের এই সুন্দর সকালে তোমার কাছে কি সামান্য একটা আবেদন রাখতে পারি?

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

'অবশ্যই পারিস।'

'তুমি কি আমাকে দেড়শ'টা টাকা দিতে পার?'

'দেড়শ'?'

'হ্যাঁ দেড়শ'। ভাইয়া দেবে?'

'হ্যাঁ দেব।'

রুবা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। ভাইয়ার স্বভাবই হচ্ছে — সব কিছুতেই হ্যাঁ বলবে। আজ পর্যন্ত সে কখনো ভাইয়াকে 'না' বলতে শুনে নি। 'না' বলে যে বাংলা অভিধানে একটা শব্দ আছে তা বোধহয় এই চমৎকার মানুষটা জানে না।

'ভাইয়া, টাকাটা আজই দিতে হবে।'

বাবু আয়না থেকে মুখ ফেরাল। রুবার দিকে তাকিয়ে লজ্জিত গলায় বলল, আজ তো দিতে পারব না রুবা। আজ হাত একেবারে খালি। একশ'টা টাকা আছে, বাজার খরচ। চাল কিনতে হবে। পাঁচ কেজি চাল কিনতেই সত্তুর টাকা চলে যাবে। তোরা তো আবার মোটা চাল খেতে পারিস না।

ভাইয়া এমনভাবে কথা বলছে যেন রুবা একটা বাচ্চা মেয়ে। সংসারের কোন সমস্যা সে বুঝতে পারে না। ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো। সংসারের অনেক সমস্যা সে সবার আগে বুঝে। খুব ভালই বুঝে।

'রুবা।'

'কি ভাইয়া।'

'কিছু টাকা পাই এক জায়গায়। একটা বিল আটকে আছে। সপ্তাহখানিক পরে হলে তোর চলবে না?'

'উঁ চলবে। খুব চলবে। তুমি বরং সপ্তাহখানেক পরে দিও।'

ভাইয়াকে খুশি করার জন্যে বলা। তার দরকার আজ। সপ্তাহখানিক পর সে টাকা দিয়ে কি করবে? পিকনিকের কথাটা যখন উঠল তখন যদি সে বলত— "ঝড়-বাদলের দিনে কিসের পিকনিক? আমি এর মধ্যে নেই।" তাহলে আজ আর এই ঝামেলা হত না। তখন সে-ই সবচে' বেশি লাফিয়েছে। কি কি খাওয়া হবে তার লিস্ট বানিয়েছে। সবাই শাড়ি পরে যাবে। হলুদ শাড়ি। এ রকম একটা প্রস্তাবও ছিল। সেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেছে। বাতিল হয়েছে তার জন্যে। কারণ তার হলুদ শাড়ি নেই।

সুরমা লক্ষ্য করলেন, রুবা কলেজে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। কলেজে যাবার নাম করে অন্য কোথাও যাচ্ছে না তো? ইদানিং তার এ রকম সন্দেহ হচ্ছে। দিনকাল

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

ভাল না। ছেলেপুলেরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এদের রাখতে হয় চোখে চোখে। তার উপর বাপ নেই মেয়ে। গার্জেন ছাড়া মেয়ে হচ্ছে পাল-খাটানো নৌকার মত। যেদিকে বাতাস দিবে সেদিকে যাবে। আর বাবার সংসারের মেয়ে হল গুনটানা নৌকা। যে নৌকাকে বাবাই গুনের দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যাবে। তার সংসারে গুন টানার মানুষ নেই। বাবু সাধ্যমত করছে। করলেও সে হল ভাই। বাবার কাজ কি ভাই দিয়ে হয়?

'কোথায় যাচ্ছিস রুবা?'

'কোথায় আবার? কলেজে। রিকশা ভাড়া দাও মা।'

'রোজ রোজ রিকশা ভাড়া — কি শুরু করেছিস তুই?'

'আচ্ছা বেশ। না দিলে না দেবে। চেঁচিও না। সকাল বেলাতেই চেঁচামেচি শুনতে ভাল লাগে না।'

'সত্যি করে বল তো কোথায় যাচ্ছিস?'

'প্রথমে যাব আপার কাছে। দেড়শ' টাকা ধার চাইব। যদি পাই তাহলে যাব কলেজে, আর যদি না পাই তাহলে যাব সদরঘাট।'

'সদরঘাট?'

'হুঁ। সদরঘাট থেকে বুড়িগংগায় ঝাঁপ দেব। সলিল সমাধি।'

'তোর কথাবার্তার কোন মা-বাপ নেই।'

'না নেই। আমি ঠাট্টা করছি না মা। সত্যি সত্যি বুড়িগংগায় ঝাঁপ দেব। ঝপাং একটা শব্দ ; তারপর সব শেষ। বুড়িগংগায় যে চীন মৈত্রী সেতু আছে — ঐ সেতু থেকে ঝাঁপ দেব।'

সুরমা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। এই মেয়ে কন্‌ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে। একে খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেয়া দরকার। কোন সম্বন্ধ আসছে না। একটা ছেলে পাওয়া গেছে। কিন্তু তার কথা বলতেও সাহসে কুলুচ্ছে না। ছেলের আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। সেই পক্ষের একটা ছেলে আছে। তাতে তো আর জগৎ-সংসার অশুদ্ধ হয়ে যায় না। পাত্র হিসেবে বরং এইসব ছেলেই ভাল হয়। বাবুর সঙ্গে একবার কথা বলতে হবে।

বাবু রুবার সঙ্গে সঙ্গে আসছে। তাকে বাসে তুলে দিয়ে সে বাজার করবে। সেই বাজারে রান্না হবে। অতি দ্রুত খেয়ে ছুটবে অফিসে। অফিস হচ্ছে মালিবাগে তিনতলায় আট ফুট বাই ছ'ফুট একটা ঘর। ঘরের বাইরে সাইনবোর্ড — 'বন' এন্টারপ্রাইজ। বাবুর ব এবং নাসিমের ন দিয়ে 'বন'। দুই বন্ধুর পার্টনারশীপ

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

বিজনেস।

'আমাকে বাসে তুলে দিতে হবে না, ভাইয়া। তুমি তোমার কাজে যাও।'

'আহ্ চল না। গল্প করতে করতে যাই।'

'তুমি আবার গল্পও জান নাকি?'

'আমি জানি না। তুই তো জানিস। তুই বল আমি শুনি।'

'আমি যেসব গল্প জানি সেসব তোমার ভাল লাগবে না।'

'কি করে বুঝলি?'

'আমি বুঝতে পারি। আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারি যা তোমরা বুঝতে পার না।'

বাসে উঠা খুবই মুশকিল। ভোরবেলা চাপের সময় কোন কন্‌ডাক্টার মহিলা যাত্রী নিতে চায় না। একজন মহিলা একাই পাঁচজনের জায়গা দখল করে। গায়ে গা লেগে গেলে ছ্যাঁৎ করে উঠে। কি দরকার ঝামেলার।

রুবা বলল, শেয়ারে টেম্পোতে করে চলে যাই, ভাইয়া? গুলিস্তানে নামব। এক টাকা মাত্র ভাড়া।

'আরে না, টেম্পোতে মেয়েরা যায় নাকি?'

'বাসে যেতে পারলে টেম্পোতেও যাওয়া যায়। অনেক মেয়েরা কিন্তু যাচ্ছে।'

'যাচ্ছে নাকি?'

'হুঁ। আমি নিজেও দু'দিন গেলাম।'

'সে কি?'

'গুলিস্তানে নামলে আমার সুবিধাও হবে। প্রথমে যাব আপার কাছে।'

'ইলার কাছে গেলে বলিস তো খুব সাবধানে থাকতে। পত্রিকায় দেখলাম, ঝিকাতলার এক বাসায় দিনে-দুপুরে ডাকাতি হয়েছে। টিভি নিয়ে গেছে। খবরটা শুনেই বুকে ছ্যাঁৎ করে উঠল। ভাবলাম ওর বাসাতেই ডাকাতি হল কি-না।'

'আপাদের পাশের বাসায় হয়েছে।'

'তুই জানলি কিভাবে?'

'আমার মন বলছে।'

রুবা হাসতে লাগল। বাবু তাকে টেম্পোতে তুলে দিল। অন্য যাত্রীরা সরু চোখে তাকাচ্ছে। ব্যাপারটা তারা পছন্দ করছে না। টেম্পোর ছোকরা দাঁত বের করে হাসছে। নতুন ধরনের যাত্রী, তার মনে হয় ভালই লাগছে।

রুবার পাশে একটি অল্পবয়সী ছেলে। খুব সম্ভব মফস্বল থেকে এসেছে। সে

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

অস্বস্তি বোধ করছে। অনেকখানি জায়গা রুবাকে ছেড়ে দিয়ে নিজেকে এমন করে গুটিয়েছে যে রুবার একটু মন খারাপ হল। সে নরম স্বরে বলল, আপনার এত কষ্ট করার দরকার নেই। আপনি আরাম করে বসুন। গায়ে গা লাগলে আমার গা পচে যাবে না।

'অসুবিধা নাই। আমার কোন অসুবিধা নাই।'

ছেলেটি আরো গুটিয়ে গেল। অস্বস্তিতে বেচারা যেন মারা যাচ্ছে। রুবা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, জীবন গল্প-উপন্যাসের মত হলে বেশ হত। উপন্যাসে এই জায়গায় ছেলেটা কৃতজ্ঞ চোখে তাকাবে। ভাড়া দেবার সময় দেখা যায় ছেলেটা ম্যানিব্যাগ ফেলে এসেছে। মেয়েটা তখন ভাড়া দিয়ে দেবে। ছেলেটা বলবে, আপনাকে কি বলে যে থ্যাংক্স্ জানাব। মেয়েটা বলবে, একদিন আসুন না আমাদের বাসায়। ছেলেটা আসবে। এসে দেখে কি অদ্ভুত কাণ্ড! চমৎকার বিরাট এক বাড়ি। এই মেয়ে এই বাড়ির মেয়ে। বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান। এদিন মেয়েটি টেম্পোতে উঠেছিল নিতান্তই শখের কারণে। ছেলেটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে। কারণ সে খুব গরীব। টিউশ্যানি করে অনেক কষ্টে সংসার চালায়।

রুবাদের টেম্পোর পেছনে অনেকক্ষণ থেকে একটা লাল রঙের টয়োটা আসছে। হর্ন দিচ্ছে। সাইড পাচ্ছে না বলে যেতে পারছে না। টয়োটাটা চালাচ্ছে সুন্দরী একটা মেয়ে। সে কৌতূহলী চোখে মাঝে মাঝে রুবাকে দেখছে। এই মেয়েটি জীবনে হয়ত কোন দিন টেম্পোতে চড়ে নি। ভবিষ্যতেও চড়বে না। মাঝে মাঝে টেম্পোর মহিলা যাত্রীদের দিকে তাকাবে বিস্ময় নিয়ে। রুবার খুব ইচ্ছা করছে মেয়েটাকে একটা ভেংচি কাটতে। ভেংচি খেয়ে টয়োটা গাড়ির রূপবতী ড্রাইভারটির মুখের ভাব কেমন হয় দেখতে ইচ্ছা করছে। রুবা ভেংচি কাটার মানসিক প্রস্তুতি নেবার আগেই টয়োটাটা তাদের ওভারটেক করে গেল। রুবার মন খারাপ হয়ে গেল।

sohell.kazi@gmail.com

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

৩

কে যেন নখ দিয়ে দরজা আঁচড়াচ্ছে।

কি অদ্ভুত কাণ্ড! কলিং বেল আছে, দরজার কড়া আছে। বেল টিপবে কিংবা কড়া নাড়বে। দরজা নখ দিয়ে আঁচড়াবে কেন? পাগল-টাগল না তো! ইলার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। ভাগ্যিস সে একা নেই। জামান আছে।

'কে?'

চাপা হাসির শব্দ। আবার দরজায় আঁচড়। ইলা সাহস করে দরজা খুলল। যা ভেবেছিল তাই। রুবা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে।

রুবা বলল, পাঁচ টাকা দিতে পারবে আপা? রিকশা ভাড়া।

'দাঁড়া দিচ্ছি।'

রুবা বসার ঘরে ঢুকে একটু হকচকিয়ে গেল। গম্ভীর মুখে জামান বসে আছে। জামানের সামনে সে কেন জানি সহজ হতে পারে না। রুবার ধারণা হল, দরজা আঁচড়ানোর ব্যাপারটায় দুলাভাই বিরক্ত হয়েছেন।

'কেমন আছেন দুলাভাই?'

'ভাল। দরজা আঁচড়াচ্ছিলে কেন?'

'ঠাট্টা করছিলাম।'

'এরকম ঠাট্টা না করাই ভাল। সব বয়সে সব ঠাট্টা ভাল না। আর শোন, রিকশা ভাড়া না নিয়ে রিকশায় উঠবে না। ধর, আমরা কেউ যদি বাসায় না থাকতাম তখন কি করতে?'

'এত ভোরে আপনারা যাবেন কোথায়? ঘরেই তো থাকবেন, তাই না? আমি আসছি দুলাভাই। ভাড়াটা দিয়ে আসি।'

রুবা একটু মন খারাপ করে রিকশা ভাড়া দিতে গেল। জামান ইলার দিকে তাকিয়ে অপ্রসন্ন গলায় বলল, তোমাদের সবারই কাণ্ডজ্ঞান একটু কম। একটু না, অনেকখানি কম। ইলা কিছু বলল না।

'পকেটে টাকা-পয়সা না নিয়েই রিকশা ভাড়া করে চলে এসেছে। এর মানে কি? এইসব ব্যাপার আমার খুব না-পছন্দ।'

'আস্তে বল, ও এসে শুনবে।'

'শোনার জন্যেই তো বলা। শুনে যদি কিছু শেখে। তা তো শিখবে না। সবাই

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

কাজ করবে তার নিজের মত।

রুবা বোধহয় কিছু শুনেছে। সে ঘরে ঢুকল মুখ কালো করে। লজ্জিত মুখে জামানের দিকে একবার তাকিয়েই নিচু গলায় বলল, আপা আরো দু'টাকা দিতে হবে। পাঁচ টাকা ভাড়া ঠিক করে এসেছি। এখন চাচ্ছে সাত টাকা। আমার কাছে একটা পাঁচ টাকার নোট আছে, ওটা নিতে চাচ্ছে না। একটু ছেঁড়া।

জামান বিশ্রী ভঙ্গিতে হাসল। লজ্জায় রুবার মরে যেতে ইচ্ছা করছে।

ইলা আরো দু'টাকা এনে দিল। জামান ঠাণ্ডা গলায় বলল, এরকম কাজ আর করবে না রুবা।

'জ্বি আচ্ছা।'

রুবার চোখে প্রায় পানি এসে যাচ্ছিল। সে নিজেকে সামলে নিল। রিকশাওয়ালাকে বাড়তি দু'টাকা দিল। দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। এই মুহূর্তেই আবার ঘরে ঢোকা ঠিক হবে না। চোখে পানি এসে যাবে। বরং কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নেয়া যাক। একবার ভাবল, ঘরে না গিয়ে কলেজের দিকে হাঁটা ধরবে। কিন্তু তাতে আপার মন খুব খারাপ হবে। ক্যাটক্যাট করে দুলাভাই নিশ্চয়ই আপাকে খুব কথা শুনাবে। রুবা আবার ঘরে ঢুকল।

জামান বলল, কোন কাজে এসেছ, না এমনি?

'আপার কাছে এসেছিলাম।'

'তা তো বুঝতেই পারছি। সেটা কাজে না অকাজে?'

'অকাজে।'

ইলা রুবার হাত ধরে তাকে রান্নাঘরে নিয়ে গেল। নিচু গলায় বলল, তোর দুলাভাইয়ের অনেকগুলি টাকা হারিয়ে গেছে। এই জন্যে মন খারাপ। যা মনে আসছে, বলছে। তুই কিছু মনে করিস না। লক্ষ্মী ময়না। কিছু মনে করবি না।

'না মনে করব কি? আমার এত মনটন নেই।'

'মা ভাল আছে?'

'আছে। মোটামুটি ভাল।'

'আর ভাইয়া?'

'সেও ভাল।'

'তার ব্যবসা কেমন চলছে রে?'

'ভাল না। লাভ এক পয়সাও হচ্ছে না। মাঝে মাঝে লোকসান। এখন মনে হচ্ছে সমান সমান যাচ্ছে। লাভও নেই, লোকসানও নেই।'

'নাসিম ভাই, নাসিম ভাই কেমন আছে?'

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

রুবা চট করে এই প্রশ্নের উত্তর দিল না। আপার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, জানি না কেমন। অনেক দিন আমাদের বাসায় আসে না। ইলা অস্বস্তির সঙ্গে বলল, তুই এইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছিস কেন? রুবা বলল, তোমাকে দেখছি। তুমি আরো সুন্দর হয়েছ। যত দিন যাচ্ছে তুমি তত সুন্দর হচ্ছ।

ইলা বলল, তুই দাঁড়া এখানে। আমি তোর দুলাভাইকে চা-টা দিয়ে আসি। তুই চা খাবি?

'না। আমাকে ফ্রীজের ঠাণ্ডা পানি দাও আপা। ফ্রীজ ধরলে দুলাভাই আবার রাগ করবে না তো?'

ইলা কিছু বলল না। চায়ের কাপ নিয়ে বসার ঘরে ঢুকল। জামান শার্ট গায়ে দিচ্ছে। আজ সে দাড়ি কামায়নি। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বিশ্রী লাগছে দেখতে। থুতনির কাছের কিছু দাড়ি পাকা। একদিন দাড়ি না কামালে তাকে কেমন বুড়োটে দেখায়। জামান চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, রুবা কি জন্যে এসেছে?

'এমনি এসেছে। বেড়াতে। আবার কি জন্যে।'

'আমার তো মনে হয় টাকা-পয়সা চাইতে এসেছে। হাবভাবে তাই মনে হচ্ছে। পাঁচ দশ চাইলে দিয়ে দিও। এর বেশি চাইলে না করবে।'

'আচ্ছা।'

'আমি যাচ্ছি জয়দেবপুর। ফিরতে রাত দশটার বেশি বাজবে। বাড়িওয়ালাকে বলবে গেটটা যেন খোলা রাখে। ব্যাটা ছোটলোক! সন্ধ্যাবেলা গেট বন্ধ করে দিবে। ইয়ারকি!'

'রোজ রোজ জয়দেবপুর যাচ্ছ কেন?'

'কাজ আছে, তাই যাচ্ছি। কাজ না থাকলে যেতাম না। তোমার অতিরিক্ত কৌতূহল আমার পছন্দ না। কৌতূহল যত কম থাকে তত ভাল।'

ইলা কাতর গলায় বলল, তুমি যাবার আগে রুবাকে কিছু-একটা বলে যাও। বেচারা মন খারাপ করেছে।

'কি বলে যাব?'

'চলে যাচ্ছ যে এটা বলবে।'

'ওকে তা বলার দরকার কি? চলে যাচ্ছি তার জন্য কি অনুমতি নিতে হবে?'

জামান গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেল। ধড়াম করে দরজা বন্ধ করে খানিকটা রাগও দেখাল। সকাল থেকেই সে রেগে আছে।

ইলা রান্নাঘরে ফিরে এসে দেখে রুবা সত্যি কাঁদছে। ওড়নার এক প্রান্ত চোখে

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

ধরে আছে। নিঃশব্দ কান্না। ইলা তখনি সন্দেহ করেছিল — এই কাণ্ড হবে।'

'কি হয়েছে রে?'

রুবা ফিক করে হেসে ফেলে বলল, অভিনয় করছি। তুমি কি ভেবেছিলে সত্যি সত্যি কাঁদছি?

ইলা কাতর গলায় বলল, তুই যে তোর দুলাভাইয়ের উপর রাগ করে কাঁদছিস তা জানি। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না। বললাম না ওর মনটা ভাল নেই। শরীরও খারাপ। কাল রাতে ঘুমাতে পারে নি। আয়, ফ্যানের নিচে বসি। ইস্, গরমে ঘেমে কি হয়েছিস।

'দুলাভাই চলে গেছেন?'

'হুঁ। জয়দেবপুর গেছে। ফিরতে ফিরতে রাত এগারটা হবে।

'জয়দেবপুর কি?'

'জমি নাকি কিনেছে। আমাকে কিছু বলে না।'

'বলে না কেন?'

'সব মানুষ কি এক রকম হয়? একেক জন একেক রকম হয়। ওর স্বভাব হচ্ছে কাউকে কিছু না বলা।'

'তোমাকে বোধহয় বিশ্বাস করে না।'

'বিশ্বাস করবে না কেন? কি যে তোর পাগলের মত কথা। আয় তোর চুল বেঁধে দেই। কাকের বাসা করে রেখেছিস।'

ইলা চিরুনি নিয়ে বসল। অন্তু মিয়া বারান্দায় চাদর গায়ে বসে আছে। তার চোখ লাল। মুখ ফোলা।

রুবা বলল, ওর ঠোঁটে কি হয়েছে আপা?

'পড়ে গিয়েছিলো। তোর আজ কলেজ নেই?'

'আছে।'

'কলেজ ফাঁকি দিয়ে এসেছিস?'

'হুঁ।'

ইলা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, তোর কি কোন টাকা-পয়সার দরকার? দরকার থাকলে বল।

রুবা আনন্দিত স্বরে বলল, দেড়শ' টাকা দিতে পারবে?

'খুব পারব। এরচে' বেশিও পারব। দাঁড়া চুলটা বেঁধে শেষ করি।'

ইলা একটা পাঁচশ' টাকার নোট নিয়ে এলো। সহজ গলায় বলল — সবটাই নিয়ে নে।

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

'সে কি! সবটা নিয়ে নেব?'

'ফেরত দিতে হবে না। সবটাই তোর।'

'বল কি আপা! এত টাকা কোথায় পেয়েছ?'

'তোর দুলাভাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছি। আর কে আমাকে টাকা দেবে? তুই বসে থাক। আমি রান্না চড়িয়ে আসি। আজ তুই যেতে পারবি না। সারাদিন থাকবি। সন্ধ্যার আগে আগে আমি তোকে যাত্রাবাড়ি রেখে আসব।'

রুবার এখন আর কলেজে যেতে ইচ্ছা করছে না। এখানে বসে থাকতেই ভাল লাগছে। কি হবে পিকনিকে গিয়ে! শুধু হৈচৈ। মেয়েগুলি অবশ্যি খুব মন খারাপ করবে। রুবাকে কলেজে গেলে চেপে ধরবে। কোন অজুহাত কাজে খাটিবে না।

রুবা রান্নাঘরে ইলার পাশে এসে বসল। আপা বিয়ের আগে রান্নাবান্না কিছুই জানতো না। এখন কি সুন্দর এটার সঙ্গে ওটা দিচ্ছে। নুন চাখছে। ইলা বলল, — গরমের মধ্যে বসে আছিস কেন? যা ফ্যানের নিচে গিয়ে বস্। আমি লেবুর শরবত বানিয়ে দেই।

'তোমার বাসায় এলেই শুধু লেবুর শরবত। লেবুর শরবত। তুমি বুঝি দুনিয়ার সব লেবু কিনে রেখে দিয়েছ? শরবত লাগবে না। তুমি কাজ কর, আমি দেখি।'

'যা এখান থেকে, যা। রান্নাঘরে বসে থাকবি না। রঙ নষ্ট হয়ে যাবে। বিয়ে আটকে যাবে।'

রুবা মনে মনে হাসল। আপা অবিকল মা'র কথাগুলি বলছে। মা তাদের দু'বোনের কাউকেই রান্নাঘরে ঢুকতে দিত না। মা'র কি করে ধারণা হয়ে গিয়েছিল রান্নাঘরে ঢুকলেই মেয়েদের রঙ নষ্ট হয়ে যাবে। মা সেদিনও বলেছে,

"গরীবের ঘরে রঙটাই হচ্ছে আসল। রঙের জন্যেই গরীবের ঘরের মেয়েদের ভাল ভাল বিয়ে হয়। দেখ না ইলার কেমন বিয়ে হয়ে গেল। একটা পয়সা খরচ হল না। সেটা কি জন্যে হয়েছে? রঙের জন্যে। মুখশ্রী-টুখশ্রী সব বাজে কথা। আসল হচ্ছে রঙ।"

রুবা হেসে বলেছে, আমার তাহলে কি গতি হবে মা? আপার রঙ আর আমার রঙ! আমার তো মনে হচ্ছে এনড্রিন-ফেনড্রিন খেতে হবে। এনড্রিন খেতে কেমন কে জানে। হি হি হি।

মা বিরক্ত হয়ে বলেছেন — গরীবের মেয়ের মুখে এত হাসি ভাল না। কম হাসবি।

মা'র মনের মধ্যে কিভাবে জানি 'গরীব' ব্যাপারটা গেঁথে গেছে। তিনটা বাক্য বললে এর মধ্যে একবার অন্তত 'গরীব' শব্দটা বলবেন। ভাইয়া সেদিন মা'কে

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে। ডাক্তার বললেন, প্রেসার খুব লো। ভাল খাওয়া-দাওয়া করবেন। ডিম দুধ এইসব। মা ফট করে বলে বসলেন — গরীব মানুষ ডাক্তার সাহেব। ডিম দুধ এইসব পাব কোথায়? কি দরকার ছিল এটা বলার? অথচ ডিম দুধের ব্যবস্থা তো হয়েছে। ভাইয়ার যত অসুবিধাই হোক সে চালিয়ে যাচ্ছে।

'রুবা তুই রান্নাঘর থেকে যা তো। কথা শুনছিস না এখন কিন্তু আমার রাগ লাগছে।'

রুবা উঠে পড়ল। শোবার ঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ বসল। ঘর খুব সুন্দর করে সাজানো। বিছানার চাদর নীল, তার মধ্যে সাদা ফুল। জানালার পর্দাও তাই। কেমন একটা বড়লোকি ভাব এসে গেছে। আপারা ভালই বড়লোক।

দেয়ালে অচেনা সব মানুষদের বাঁধানো ছবি। দুলাভাইয়ের দিকের আত্মীয়স্বজন নিশ্চয়ই। মেয়েদের কি অদ্ভুত জীবন। একদল অচেনা মানুষকে নিয়ে মাঝখানে থেকে জীবন শুরু করতে হয়।

'নে, শরবত নে।'

'শরবত আবার কে চাইল?'

'খা একটু। শরীর ঠাণ্ডা হবে।'

রুবা বোনের দিকে তাকিয়ে আছে। আগুনের আঁচে ইলার মুখ লালচে হয়ে আছে। মাথার চুল এলোমেলো।

'তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে আপা। পরীর মত লাগছে। তোমার নামকরণ সার্থক হয়েছে। বাবা যে তোমাকে আদর করে পরী ডাকতেন তা দুলাভাইকে বলেছ?'

'না।'

'কি যে সুন্দর তোমাকে লাগছে আপা।'

'সত্যি বলছিস?'

'হুঁ সত্যি। তোমার পাশে আমাকে লাগছে ঠিক পেত্নীর মত। দেখ না আয়নার দিকে তাকিয়ে। ছিঃ, কি বাজে! ওমা আমার নাকটা কেমন মোটা দেখলে? তোমার আয়না নষ্ট না তো?'

দু'বোন বেশ কিছুক্ষণ আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল। রুবা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। আয়নায় তাকে সত্যি সত্যি কেমন জানি বাজে দেখাচ্ছে। যদিও সে দেখতে এত বাজে না। আয়নাটা বোধহয় আসলেই খারাপ।

'আপা।'

'কি?'

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

'আমার সঙ্গে একটু নিউ মার্কেটে চল না। এক জোড়া স্যান্ডেল কিনব — টাকা যখন পাওয়া গেল। দু'লাভাই নিশ্চয়ই দুপুরে খেতে আসবে না। যাবে? তোমার বিয়ের আগে, মনে নেই, আমরা শুধু দোকানে দোকানে ঘুরতাম?'

'মনে আছে। তোর জন্যেই ঘুরতাম।'

'বায়তুল মুকাররমে একবার রিকশাওয়ালার সঙ্গে কি কাণ্ড হল তোমার মনে আছে আপা? আমি কেঁদে-টেদে . . . মনে আছে?'

'মনে থাকবে না কেন?'

'ঐ লোকটাকে পরে আর টাকাগুলি দেয়া হয় নি। কি লজ্জার ব্যাপার! টাকাগুলি দেয়া উচিত ছিল। ভদ্রলোক আমাদের সম্পর্কে নিশ্চয়ই খারাপ কিছু ভাবছেন। মাঝে মাঝে ঐ ভদ্রলোকের কথা আমার মনে হয়। তোমার হয় না?'

'হয়।'

'উনার ঠিকানাটা তোমার মনে আছে? থাকলে একদিন চল যাই উনাকে টাকাটা দিয়ে আসি। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাবেন। এত দিন পর হঠাৎ।'

ইলা শান্ত গলায় বলল, টাকা আমি উনাকে দিয়ে এসেছি।

রুবা বিস্মিত হয়ে বলল, কবে দিলে?

'দিন-তারিখ মনে করে রেখেছি নাকি? দেয়ার কথা — দিয়েছি।'

'আমাকে বল নি কেন?'

'এটা এমন কি ঘটনা যে তোকে বলতে হবে?'

রুবা অবাক হয়ে বলল — তুমি এমন রেগে যাচ্ছ কেন আপা?

'কি আশ্চর্য, রাগলাম কোথায়?'

'আমি জানি তুমি রেগে গেছ। রাগলে তোমার কান লাল হয়ে যায়, নাক ঘামে। ব্যাপারটা কি আপা?'

'ব্যাপার কিছু না।'

ইলা উঠে রান্নাঘরে চলে গেল। ভাত ফুটছিল, হাঁড়ি নামিয়ে মাড় গালল। বাথরুমে ঢুকে হাত-মুখ ধুয়ে সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, আমার চুলটা বেঁধে দে। এক বেণী করবি।

রুবা চিরুনি নিয়ে বসল। ইলা বলল, ভাত খেয়ে তারপর চল নিউ মার্কেটে। বিকেল পর্যন্ত ঘুরব, তারপর তোকে রেখে আসব। রাতে তোদের সঙ্গে খাব। তারপর ভাইয়াকে বলব পৌঁছে দিতে। ভাইয়া কেমন আছে রে?

'প্রথমেই তো একবার বললাম, ভাল।'

'ভাইয়ার বিয়ে দেবার কথা কেউ ভাবছে না, তাই না?'

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

'না। মা'কে একদিন বললাম। মা মুখ শুকনো করে বলল,-ও বউকে খাওয়াবে কি? তাছাড়া কোন ভদ্রলোক এই গরীবের ফ্যামিলীতে মেয়ে দেবে কেন? তাদের কি গরজ?'

'এ আবার কেমন কথা?'

'আমিও মা'কে তাই বললাম। আমি বললাম, আমাদের মত গরীব ফ্যামিলীর একটা মেয়েকেই না হয় আন। মা রেগে অস্থির।'

'এর মধ্যে রাগের কি আছে?'

'রেগেমেগে বলেছে, তোর বাবার সম্মানটা দেখবি না তোরা? কত বড় মানুষ ছিলেন। মা'র মাথার মধ্যে একটা পোকা ঢুকে গেছে।'

দু'টার দিকে দু'জনে খেতে বসল। খেতে বসে রুবা আবার পুরনো প্রসঙ্গ তুলল — নিচু গলায় বলল, ঐ ভদ্রলোকের কথা ওঠায় তুমি রেগে গিয়েছিলে কেন আপা?

'রাগব কেন? রাগি নি। উনি আমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছিলেন, তাতে আমার খুব মন খারাপ হয়েছিল। ব্যস।'

'তুমি মিথ্যা কথা বলছ আপা। অন্য কোন ব্যাপার। উনি শুধু শুধু তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন কেন?'

ইলা জবাব দিচ্ছে না। নিঃশব্দে ভাত খাচ্ছে। রুবা বলল, তুমি একা একাই গেলে উনার কাছে?

'হুঁ।'

'তোমাকে চিনতে পারলেন?'

'না। পরে চিনেছেন।'

'উনি কি ম্যারেড আপা?'

'কি মুশকিল, আমি এতসব জানব কেন? গিয়েছি, টাকা দিয়ে চলে এসেছি।'

'তুমি কি একবারই গিয়েছ না আরো গেছ?'

'তুই কি শুরু করলি বল্ তো, রুবা। জেরা করছিস কেন?'

'জেরা করছি না। জানতে চাচ্ছি।'

'ভাত খেতে বসেছিস্, ভাত খা।'

রুবা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকিয়ে রইল।

ইলা খাওয়া শেষ না করেই উঠে পড়ল। রুবা আপার দিকে তাকিয়ে আছে। তার এই আপাটা খুব অদ্ভুত। অনেক রহস্য সে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। রুবার ধারণা আপা একবার না কয়েকবারই গিয়েছে ঐ মানুষটার কাছে। রুবা চেঁচিয়ে

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

বলল, আপা তুমি নাসিম ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছিলে। উনি কি কখনো এসেছিলেন তোমার এই ফ্ল্যাটে?

ইলা কঠিন গলায় বলল, উল্টাপাল্টা কথা কেন বলছিস? নাসিম ভাই এখানে কেন আসবেন?

'আসলে অসুবিধা কি? উনি কি আসতে পারেন না?'

ইলা জবাব দিল না। বাথরুমে ঢুকে গেল। রুবা বাথরুমের দরজার কাছে এসে বলল, বিয়ের পর তোমার মেজাজ অন্য রকম হয়ে গেছে আপা, মা বলছিল, তুমি নাকি ঐদিন বাসায় গিয়ে মা'র সঙ্গে অকারণে ঝগড়া করেছ।

'অকারণে ঝগড়া করি নি।'

'তুমি তো কখনো এরকম কর না। হঠাৎ কে তোমাকে বদলে দিল।'

'চুপ কর রুবা। মানুষ এক রকম থাকে না। কিছুদিন পরপর বদলায়।'

ইলা বাথরুম থেকে হাসিমুখে বের হয়ে এল। তার মুখ ভেজা। [illegible] গলায় বলল, তোমাকে কি যে সুন্দর লাগছে আপা।

sohell.kazi@gmail.com
WWW.BANGLABOOK.COM

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

৪

বন এন্টারপ্রাইজেসের অফিস ঘরে বাবু এবং নাসিমকে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। কারো মুখে কোন কথা নেই। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। সেখানে ঘটাং ঘটাং শব্দ হচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। নাসিম একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছে। সস্তা সিগারেট। উৎকট গন্ধ। দু'জনকেই খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। চিন্তাগ্রস্ত হবার সংগত কারণ আছে। তারা একটা ভাল সাপ্লাইয়ের কাজ পেয়েছিল। মতিঝিলের এক বড় অফিসে কাগজ, পেনসিল, ফাইল, আইকা গাম সাপ্লাই। অফিসের একশ' দশজন কর্মচারীর জন্যে সাবান, গামছা, গ্লাস, কুড়িটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল, চল্লিশটা বেতের চেয়ার। তিনটা দশ ফুট বাই বার ফুট কামরার জন্যে জুট কার্পেট। সবই দেয়া হয়েছে। বিল পাস হচ্ছে না। আজ হবে, কাল হবে বলে তারা এক মাস পার করেছে। শেষবার বলে দিয়েছিল, বুধবার সকাল এগারটায় আসতে। আজ বুধবার। তারা দু'জনই গিয়েছিল। বিল যার পাস করবার কথা — রহমান সাহেব, তাদের দু'ঘণ্টা বসিয়ে রাখলেন। একটার সময় ডেকে পাঠালেন। শীতল গলায় বললেন — এখন লাঞ্চ টাইম। বেশি কথা বলতে পারব না। বিল তো আপনারা পাবেন না।

নাসিম হতভম্ব হয়ে বলল, কেন?

'জিনিস ঠিকমত দেন নি। লো কোয়ালিটি জিনিস দিয়েছেন।'

'সব জিনিস তো স্যার আপনাদের দেখিয়ে — আপনাদের এপ্রোভেল নিয়ে তারপর ডেলিভারি দিয়েছি।'

'তা দিয়েছেন, তবে যে জিনিস দেখিয়েছেন সেই জিনিস দেন নি। দিয়েছেন রদ্দি মাল।'

বাবু বলল, স্যার আপনার কথা ঠিক না। যা দেখিয়েছি তাই দিয়েছি। বিশ্বাস করুন, কোন উনিশ-বিশ হয় নি।

'আপনি বললে তো হবে না — মিষ্টির ব্যাপারে ময়রার কথা গ্রাহ্য না। আমাদের নিজস্ব টিম ইনকোয়ারি করেছে। তারা বলেছে — লো কোয়ালিটি।'

'তার মানে কি এই যে আমরা বিল পাব না?'

'না। সেক্রেটারিয়েট টেবিল আর চেয়ার রিজেক্টেড হয়েছে। যেগুলি দিয়েছেন ফেরত নেবেন, নতুন করে দেবেন। তারপর দেখা যাবে।'

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

বাবু বলল, আমাদের এটা তো স্যার খুব ছোট ফার্ম। আমাদের অর্থবল নেই বললেই হয়...

'আমাকে এসব বলে লাভ নেই। আমি আমার ডিসিশান জানিয়ে দিলাম। কাল ট্রাক নিয়ে এসে ফার্নিচার তুলে নিয়ে যাবেন। আমি আলসারের রোগী। আমাকে টাইমলি খেতে হয়। আপনারা এখন দয়া করে যান, আমি খেতে বসব।'

'আমরা স্যার বাইরে অপেক্ষা করি।'

'অপেক্ষা করে লাভ কিছু নেই। যা বলার বলে দিয়েছি।'

'আমাদের কিছু বলার ছিল স্যার।'

'আমার মনে হয় না আপনাদের কিছু বলার আছে। তারপরেও যদি কিছু বলার থাকে, আমার পি. এ.কে বলুন।'

বাবু এবং নাসিম মুখ শুকনো করে বের হয়ে এল। এই কাজটা এরা খুব আশা নিয়ে করেছিল। তারা যা চেয়েছে তাই দিয়েছে। বড় কাজ, ঠিকমত করলে পরে আরো কাজ পাওয়া যাবে। দু'জনই পরিশ্রমের চূড়ান্ত করেছে। এখন দেখা যাচ্ছে সবই জলে গেছে। সমস্যাটা কি বোঝা যাচ্ছে না। ভদ্রলোক কি তাদের কাছ থেকে ঘুষ চাচ্ছেন? তাও তো মনে হচ্ছে না। কাজ দেবার সময় তিনি হাসিমুখে বলেছেন — আপনারা দুই ইয়াং ম্যান, ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে ব্যবসায় নেমেছেন দেখে ভাল লাগছে। আপনারা লোয়েস্ট টেন্ডার দিয়েছেন। লোয়েস্ট টেন্ডারে কাজ দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। তবু আপনাদের দিচ্ছি। আমি চাই শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা বিজনেসে আসুক। আপনারা সৎভাবে কাজ করবেন, আমি আপনাদের ব্যাক করব। কেউ যদি টাকা-পয়সা চায় — চট করে দেবেন না। আমাকে প্রথমে জানাবেন।

নাসিম হাত কচলাতে কচলাতে বলেছে, আপনার কথা শুনে বড় ভাল লাগছে স্যার। চোখে পানি এসে যাচ্ছে। ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করার কথা যা বললেন — সেটা অর্ধেক সত্যি। বাবু এম. এ. পাস করেছে। আমার বিদ্যা স্যার আই. এ. পর্যন্ত। থার্ড ডিভিশন পেয়েছিলাম — ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারি নি। আপনি স্যার আমাদের উপর একটু দোয়া রাখবেন।

নাসিম এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলেছে, এবং গদগদ গলায় বলেছে — আপনি স্যার বলতে গেলে আমাদের ফাদারের মত। আমাদের দু'জনেরই ফাদার নেই।

'ঠিক আছে। ঠিক আছে। তোমরা অনেস্টলি কাজ কর, আমি দেখব।'

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

সেই একই ভদ্রলোক আজ উল্টো কথা কেন বলছেন বাবু বা নাসিম দু'জনের কারো মাথাতেই তা আসছে না। এতদিন তুমি তুমি করে বলেছেন, আজ বলছেন আপনি করে। মানেটা কি?

সূর্যের চেয়ে বালি সব সময়ই বেশি গরম হয়। অফিসারের চেয়ে পি.এ.র দাপট থাকে বেশি। রহমান সাহেবের পি.এ.র বেলায় এই থিওরি খাটল না। ভদ্রলোক হাসি-খুশি। নিজেই এদের দু'জনকে ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ালেন।

নাসিম বলল, ব্যাপারটা কি ভাই সাহেব বলুন তো। আমরা কি ভুল করেছি?

'ভুল কিছু করেন নি।'

'তাহলে? বিল না পেলে বিশ্বাস করুন ভাই আমার অফিসে যে সিলিং ফ্যান আছে ঐটাতে ঝুলতে হবে। বোনের গয়না বন্ধক রেখে টাকা জোগাড় করেছি। সে দিতে চায় নি। বলতে গেলে জোর করে নিয়েছি। দুলাভাই কিছু জানে না। জানতে পারলে বোনকে সেফটি পিন দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারবে। সমস্যাটা কোথায় আপনি আমাকে বলুন তো।'

'হাজার পঞ্চাশেক টাকা জোগাড় করতে পারবেন?'

'হাজার পঞ্চাশেক টাকা তো আমাদের লাভ হবে না। সব খরচ-টরচ বাদ দিয়ে তেতাল্লিশ হাজার টাকা লাভ হবে। এর মধ্যে সুদের টাকা দিতে হবে আঠাশ হাজার।'

'এইসব আমাকে শুনায়ে কোন লাভ নেই রে ভাই। পঞ্চাশ হাজার টাকা জোগাড় করুন। ব্যবস্থা হবে।'

বাবু হতভম্ব গলায় বলল, কে নেবে এই টাকা?

'আপনার তো সেটা দিয়ে দরকার নাই।'

'আমাদের রক্ত পানিকরা টাকা কে নেবে এটা জানা আমাদের দরকার নেই? কি বলছেন আপনি?'

'আপনারা এই লাইনে খুবই নতুন। টাকাটা কে নেবে বুঝতে পারছেন না কেন? আপনাদের সঙ্গে কে কথা বলছে — আমি। আমি কার লোক? রহমান সাহেবের লোক। কে আপনাদের আমার সঙ্গে কথা বলতে বলল? রহমান সাহেব বললেন। এখন কিছু বুঝতে পারছেন?'

'না, এখনো বুঝতে পারছি না।'

'কেউ এখানে টেন্ডার দেয় না। কেন দেয় না বুঝতে পারছেন না। এখানে টেন্ডার দিয়ে কেউ লাভ করতে পারে না। সব ঠিকঠাক মত চলে — শেষটায় ধরা

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

খায়। হা হা হা।'

'আপনি হাসছেন? হাসি আসছে আপনার?'

'আপনাদের দু'জনের বেকুবি দেখে হাসছি।'

নাসিম সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, টাকাটা দিতে হবে? সিস্টেমটা কি?

'সিস্টেম খুব সোজা। একটা ঠিকানা দেব — ঐ ঠিকানায় একটা রঙ্গিন টিভি চব্বিশ ইঞ্চি সনি, আর একটা ন্যাশনাল কোম্পানির G-10 ভিসিআর দিয়ে আসবেন। স্যারের মেজো মেয়ের বাসা। যেদিন দিবেন তার পরের দিন বিলে সই হবে। দেব ঠিকানা?'

'দিন।'

ঠিকানা ভদ্রলোকের পকেটে লেখাই ছিল। তিনি ঠিকানা বের করে দিতে দিতে বললেন — এর পরেও আপনাদের হাজার পঁচিশেক টাকা লাভ থাকবে। কথা ছিল সেগুন কাঠ দিয়ে সেক্রেটারিয়েট টেবিল বানাবেন। বানিয়েছেন কড়ই কাঠে। কড়ই কাঠের সিএফটি হল তিনশ' দশ। আর সেগুন এগার শ।'

বাবু বলল, কড়ই কাঠের টেবিল বানানো হয় নি। সেগুন কাঠ দেয়া হয়েছে। আমি নিজে কাঠ কিনে মিস্ত্রিকে দিয়েছি।

'বিশ্বাস করলাম। কাঠ আপনি সেগুন ঠিকই কিনেছেন। মিস্ত্রি দিয়েছে কড়ই, রঙ করে দিয়েছে। আপনাদের একটা উপদেশ দেই। শুনে রাখেন — এই লাইনে আপনাদের কিছু হবে না। অন্য কিছু করুন।'

'অন্য কিছু কি করব?'

'আপনারাই চিন্তাভাবনা করে বের করুন। আপনাদের বয়স কম, চিন্তাশক্তি বেশি। চা খাবেন আরেক কাপ? খান। গরম গরম সিঙারা ভাজা হয়েছে। সিঙারা খেতে পারেন। বলব সিঙারার কথা?'

'না থাক। অনেক মেহেরবানী করেছেন। আর না। আমরা এখন উঠব।'

তারা ফিরে এসেছে অফিসে। দু'জন চুপচাপ বসে আছে। অসহ্য গরম। মাথার উপর ফ্যান আছে। ফ্যান ছাড়ার কথা কারোরই মনে আসে নি। বাবু বলল, কি করবি নাসিম?

'জানি না। বিষ-টিষ খাওয়া যায়। ঐ লাইনেই চিন্তা করছি।'

'রহমান সাহেবের মেয়েটার সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়?'

'খালি হাতে দেখা করবি?'

'হুঁ। এ ছাড়া উপায় কি? দেখা করে আমাদের অবস্থাটা বুঝিয়ে বলব।'

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

'এটা মন্দ না। প্রয়োজন দেখলে আমি পা জড়িয়ে ধরব। বিষ খাওয়ার চেয়ে পায়ে ধরা সহজ। বড়লোকের মেয়ে। পা মাখনের মত নরম হবার কথা। ধরলে আরাম লাগবে।'

নাসিম নড়েচড়ে বসল। বাবু বলল, সত্যি যাওয়ার কথা ভাবছিস?

'হুঁ। তবে একেবারে খালি হাতে যাব না। বিশাল এক কাতলা মাছ কিনব। বাজারের সবচে' বড় মাছটা। প্রথমে মাছটা দেব। মেয়েরা কেন জানি বড় মাছ দেখলে খুশি হয়। মাছটা দেখে খুশি হবে। খুশি খুশি অবস্থায় আসল ঘটনা বলে পায়ে পড়ে যাওয়া। চল যাই।'

'এখন?'

'হ্যাঁ এখন। মাছ কিনব। ঐ বাসায় তোর যাবার দরকার নেই। আমি একাই যাব। পায়ে ধরা তোকে দিয়ে হবে না। ঐটা হচ্ছে আমার লাইন। তুই থাকলে আমার জন্যেও সমস্যা। ঠিকমত পায়ে ধরতে পারব না।'

'মাছ কিনবি যে টাকা আছে?'

'না, জোগাড় করব।'

'মাছ নিয়ে যাবি কখন?'

'সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় যাব। সন্ধ্যাবেলা মেয়েদের মন একটু দুর্বল থাকে।'

'মেয়েদের মনের এতসব খবর তুই জানলি কিভাবে?'

নাসিম হোহো করে অনেকক্ষণ ধরে হাসল। বাবু তাকিয়ে আছে নাসিমের দিকে। নাসিমের জন্যেই তার খারাপ লাগছে। ছোটখাট মানুষ। খুব ঘামছে। শব্দ করে হাসছে ঠিকই কিন্তু হাসিতে কোন প্রাণ নেই। নাসিম বলল, তুই বাসায় থাকিস। কি অবস্থা রাতে গিয়ে রিপোর্ট করব।

রাত আটটার দিকে প্রায় একমণ ওজনের এক কাতল মাছ নিয়ে নাসিম বাবুদের বাসায় উপস্থিত হল। রুবা চোখ কপালে তুলে বলল, এটা কি?

নাসিম কড়া গলায় বলল, ফাজলামি করিস না তো রুবা। ফাজলামি করলে চড় খাবি। এটা কি বললি কোন্ আন্দাজে? তুই মাছ চিনিস না?

'চিনি। ছোট সাইজের মাছগুলি চিনি — এত বড় মাছ চিনি না। নাসিম ভাই এটা কি তিমি মাছের বাচ্চা? এত বড় মাছ কি জন্যে নাসিম ভাই?'

'খাবার জন্যে। বঁটি আন, মাছ কাটব। শুধু বঁটিতে হবে না — কুড়াল লাগবে। কুড়াল আছে?'

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

'কুড়াল থাকবে কেন? আমরা কি কাঠুরে?'

কথাবার্তা শুনে সুরমা বের হয়ে এলেন। তিনি স্তম্ভিত হয়ে বললেন, এত বড় মাছ কি জন্যে?

নাসিম হাসিমুখে বলল, খাবার জন্য। অনেকদিন বড় মাছ খাই না। ভাবলাম যা থাকে কপালে আজ একটা বড় মাছ খাব।

'তোমার পাগলামি কবে কমবে বল তো? তোমার কি বড় মাছ খাবার অবস্থা? নুন আনতে পান্তা ফুরায় . . .'

নাসিম হাসতে হাসতে বলল, আমার অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। আমার নুনও নাই, পান্তাও নাই . . . তাই বলে এক-আধদিন একটা বড় মাছ খেতে পারব না? বাবু কোথায়?

'টিউশ্যানিতে গেছে।'

'ফিরবে কখন?'

রুবা বলল, দশটার আগে কোনদিন ফেরে না। আজ সকাল সকাল ফিরবে। শরীর খারাপ।

'ওর জন্যে অপেক্ষা করলে রান্নার দেরি হয়ে যাবে। কাটা শুরু করে দি। রুবা যা তো ছাই নিয়ে আয়। খালা আপনি আপনার রান্নার সমস্ত প্রতিভা ব্যয় করে মাছটা রান্না করুন তো দেখি।'

সুরমা কঠিন গলায় বললেন — আমার শরীরের অবস্থা তো জান। এই অবস্থায় আমি রাত দুপুরে মাছ রাঁধতে বসতে পারব না।

'আপনাকে কিছু করতে হবে না খালা। আপনি শুয়ে পড়ুন। রান্নাবান্না যা করার আমি আর রুবা মিলে করব। আমি একজন প্রথম শ্রেণীর বাবুর্চি। রুবা হাত লাগা — মাছের ল্যাজটা চেপে ধর।'

'মরে গেলেও আমি মাছের ল্যাজ চেপে ধরব না। হাত গন্ধ হয়ে যাবে। কাল আমার পিকনিক। গন্ধ হাত নিয়ে আমি পিকনিকে যাব?'

'তাহলে মা, চা বানিয়ে আন। খুব কড়া করে বানাবি।'

'নাসিম ভাই, তোমাকে এত খুশি খুশি লাগছে কেন? কারণটা কি?'

'দারুণ একটা ব্যাপার ঘটেছে। তুই বুঝবি না। চা বানাতে বললাম — বানিয়ে আন। চা খেয়ে অ্যাকশানে নেমে যাব। এই মাছ কাটতে মিনিমাম এক ঘণ্টা লাগবে।'

সুরমা বিছানায় শুয়ে আছেন। এমিতেই তাঁর শরীর ভাল না। তার চেয়েও বড় কথা, নাসিমকে তিনি সহ্য করতে পারেন না। তাঁর ধারণা, নাসিমের পাল্লায় পড়ে বাবুর আজ এই অবস্থা। শিক্ষিত এম. এ. পাস ছেলে হকারদের মত এই অফিসে ঐ

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

অফিসে ঘুরে বেড়াচ্ছে — কোন মানে হয়? শিক্ষিত ছেলে চাকরি করবে — দশটা-পাঁচটা অফিস করবে। তার জীবন থাকবে রুটিন-বাঁধা। এইসব কি? ছন্নছাড়া জীবন। যত বদ বুদ্ধি দিচ্ছে নাসিম ছোঁড়া। মাছ নিয়ে ঢং দেখাচ্ছে। মাছ রান্না করবে, খাবে, তারপর বসার ঘরে লম্বা হয়ে ঘুমিয়ে থাকবে। যে ছেলে পরের বাড়িতে এমন নির্বিকারভাবে ঘুমায় তাকে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই।

নাসিম মাছ কাটছে। নাসিমের সামনে চায়ের কাপ হাতে রুবা বসে আছে। সে কৌতূহলী চোখে মাছ কাটা দেখছে। নাসিমের মুখ হাসি হাসি। রুবা অনেকদিন নাসিমকে এত আনন্দিত অবস্থায় দেখে নি।

নাসিমের আনন্দের কারণ আছে। তার কাজ হয়েছে। রহমান সাহেবের মেয়ে সব ঘটনা চুপ করে শুনেছে এবং নাসিমকে অবাক করে রাগে-দুঃখে কেঁদে ফেলেছে। নাসিম ভাবেও নি এই ব্যাপার হবে। মেয়েটি বলেছে — আপনি যদি মাছ এখানে রেখে যান, মাছ আমি খাব না। রাস্তায় ফেলে দেব। বাবাকেও আপনাদের বিল প্রসঙ্গে কিছু বলব না। মাছ আপনি দয়া করে নিয়ে যান। আজ রাতেই আমি বাবাকে যা বলার বলব। বাবার যে এই অভ্যাস আছে আমি সন্দেহ করেছিলাম। কখনো বিশ্বাস করি নি।

নাসিম রুবার দিকে তাকিয়ে বলল, রুবা!

'উঁ।'

'এই মাছটা পুকুরের না নদীর বল তো দেখি।'

'কি করে বলব? মাছের গায়ে তো লেখা নেই 'made in river' কিংবা 'made in pond'.

'অবশ্যই লেখা আছে। সেই লেখা পড়ার চোখ থাকতে হয়। নদীর রুই মাছ হয় লম্বা। এদের স্রোতের বিরুদ্ধে চলতে হয়। লম্বা না হলে এদের চলাফেরা সমস্যা। পুকুরের মাছগুলি হয় মোটা, গোলগাল। তোকে ভাল জিনিস শিখিয়ে দিলাম।'

'থ্যাংকস। আরো কিছু শেখাও।'

'বল দেখি — এই মাছটা টটকা না বাসি?'

'বিশ্রী গন্ধ আসছে। মনে হচ্ছে বাসি।'

'হল না। মাছের তেলটার দিকে তাকিয়ে দেখ। ধবধবে সাদা। এর মানে টটকা মাছ। এক টুকরা মুখে দিবি, অমৃতের মত লাগবে।'

'নাসিম ভাই, কেন তুমি আজ এত খুশি?'

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

'খুশি হবার মত কারণ ঘটেছে। অসাধারণ একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হল। আমি আমার এই জীবনে এমন অসাধারণ মেয়ে দেখি নি।'

রুবার মুখ কালো হয়ে গেল। সে নিজের অজান্তেই বড় ধরনের একটা ধাক্কা খেল। তার এই পরিবর্তন নাসিম ধরতে পারল না। ধরতে পারলে সেও চমকে উঠত।

'বুঝলি রুবা, মেয়েটার বাপটাকে চিনি। হারামজাদা নাম্বার থ্রী। মানুষ সমাজের কলংক। কিন্তু মেয়েটা এত ভাল যে বাপের অপরাধও মেয়ের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা করা যায়।'

'নাম কি মেয়ের?'

'ভাল নাম মেহেরুন্নিসা। ডাকনাম বোধহয় তুহিন। তুহিন করে ঐ বাড়ির সবাই ডাকছিল।'

'আজই পরিচয় হল?'

'হুঁ।'

'অনেকক্ষণ গল্প করলে?'

'হুঁ। ভেবেছিলাম মিনিট পাঁচেক গল্প করব। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে প্রায় ঘণ্টা খানিক থাকলাম। চা খেলাম। কেক খেলাম। কেকটা অমৃতের মত। কিছু কিছু মানুষ আছে না, প্রথম দেখাতেই মনে হয় — আরে, এই মানুষটাকে তো অনেকদিন ধরেই চিনি। এই মেয়েও সে রকম।'

'আমার চেয়েও ভাল?'

নাসিম হো-হো করে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, তোর ধারণা তুই একটা দারুণ মেয়ে?'

'হ্যাঁ আমার তাই ধারণা।'

'মুখ এমন কালো করে ফেলেছিস কেন? ব্যাপার কি?'

'তোমার অসাধারণ একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। মুখ আলো হয়ে আছে। আমার তো আর কোন অসাধারণ পুরুষের সঙ্গে পরিচয় হয় নি আমার পরিচয় তোমার মত একজনের সঙ্গে যাকে সবাই ডাকে — গিট্টু। কাজেই আমার মুখ অন্ধকার।'

'ঘরে মসলাপাতি কি আছে দেখ। কি ফটফটি হয়েছিস। ফটফট করে কথা। সেই দিন এতটুকু প্যান্ট পরে খালি গায়ে ঘুরঘুর করতে দেখলাম।'

রুবা কঠিন গলায় বলল — নাসিম ভাই, তুমি আমাকে কখনো খালি গায়ে ঘুরঘুর করতে দেখ নি।

'আচ্ছা যা দেখিনি। তুই এত রাগছিস কেন?'

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

'তুমি আজেবাজে কথা বলবে, আমি রাগব না?'

রুবা উঠে দাঁড়াল। নাসিম বলল, যাচ্ছিস কোথায়?

'মসলা আছে কি-না দেখতে যাচ্ছি।'

রুবা রান্নাঘরে গেল না। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সে কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কেন তার এত কান্না পাচ্ছে তা সে নিজেও বুঝতে পারছে না। নাসিম ভাই বলেছে তাঁর একটা অসাধারণ মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাতে তার নিজের এত খারাপ লাগছে কেন? ভাগ্যিস তার এই খারাপ-লাগাটা অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেলে কি ভয়ংকর ব্যাপার হত!

রুবা কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলাল। চোখে মুখে পানি দিয়ে এসে দেখে নাসিম বঁটি দিয়ে হাত কেটে ফেলেছে। রক্ত বের হচ্ছে গলগল করে। নাসিম বলল, তোর "আরোগ্য নিকেতন" চট করে নিয়ে এসে হাতটা বেঁধে দে।

'তুমি তো হাত একেবারে দু' টুকরা করে ফেলেছ!'

'দু' টুকরা করলেও কেন জানি ব্যথা পাচ্ছি না। একটা মজার জিনিস লক্ষ করেছিস রুবা, মাছের রক্ত আর মানুষের রক্ত এক রকম। এইখানে দেখ পাশাপাশি মাছের রক্ত আর মানুষের রক্ত। কোন্‌টা কার বল তো?'

রুবা কিছু বলল না। তার অষুধের বাক্স আনতে গেল। নাসিম কৌতূহলী চোখে মাছের এবং মানুষের রক্ত দেখছে।

sohell.kazi@gmail.com
WWW.BANGLABOOK.COM

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

৫

জামানের ফিরতে আজও দেরি হবে। গেট খোলা রাখতে হবে বলে গেছে। কি করছে সে জয়দেবপুরে? বাড়ি বানানো কি শুরু করে দিয়েছে? কোত্থেকে পাচ্ছে এত টাকা? হারানো মানিব্যাগের কথা এর মধ্যে একবারও তুলে নি। সে হয়ত ভুলেই গেছে। ইলা ভুলতে পারে নি। ভুলবে কিভাবে? মানিব্যাগটা তো তার কাছেই। সে লুকিয়ে রেখেছে তার স্যুটকেসে। যদি জামান কোন কারণে তার স্যুটকেস খুলে তখন কি হবে? ভয়ংকর কোন কাণ্ড যে হবে তা সে জানে। সেই ভয়ংকর মানে কি রকম ভয়ংকর? মাঝে মাঝে ইলার ইচ্ছা করে ভয়ংকর কাণ্ডটা ঘটে যাক। দেখা যাক সে কি করে।

জামানের রাগ ভয়ংকর। রাগের সময় সে এমনভাবে তাকায়, এমন ভঙ্গি করে যে ইলাকে হতভম্ব হয়ে দেখতে হয়। ইলা রাগ করে না, দুঃখিত হয় না, সে শুধু অবাক হয়ে দেখে। বিস্ময় বোধটাই তার প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। একদিন জামান রেগে গিয়ে এমন ভঙ্গি করল যে ইলার মনে হল সে তাকে চড় মারতে আসছে। যদি সত্যি সত্যি চড় মেরে বসত তাহলে কি বিশ্রী ব্যাপার হত। অথচ ঘটনা কিছুই না। জামান বাথরুমে ঢুকে দেখে বেসিনের উপর একটা আঙটি। ইলার আঙটি। সে আঙটি খুলে হাত ধুয়েছিল। তারপর আর পরতে মনে নেই। এমন কোন ভয়ংকর ঘটনা না। কিন্তু জামান কি বিশ্রী কাণ্ড করল। হাত উঁচিয়ে ছুটে এল — কাণ্ডজ্ঞান নেই? তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই? ইলার বয়স চব্বিশ। এই চব্বিশ বছরের জীবনে সে প্রথম একজনকে দেখল যে হাত উঁচিয়ে তাকে মারতে আসছে।

আঙটি ফেলে আসায় যে মানুষ এমন করেছে সে যদি শুনে ইলার স্যুটকেসে তার মানিব্যাগ। মাঝে মাঝে সেখান থেকে টাকা বের করে সে খরচ করে। তাহলে কি করবে? তার চেয়েও ভয়ংকর কিছু ইলা শুনতে পারে। এমন ভয়ংকর কিছু যে শোনার পর ঐ মানুষটা হাত উঁচিয়ে তাকে মারতে আসবে না কারণ তার সেই ক্ষমতা থাকবে না। সে অবাক বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে ইলাকে দেখবে। কিংবা মাথা ঘুরে নিচে পড়ে যাবে। মুখ দিয়ে ফেনা বের হবে।

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com

WWW.BANGLABOOK.COM

টিভিতে ম্যাকগাইভার শুরু হবার পর ইলা নিচে নামল। ম্যাকগাইভারের কাণ্ডকারখানা দেখবে না। ভয়ে বুক ধড়ফড় করাটা তাহলে আবার শুরু হতে পারে। গেট খোলা রাখার কথা হাসানকে বলে আসতে হবে। পেছনের বাড়ির ঐ ঘটনার পর দশটা বাজার আগেই গেট বন্ধ করে দিচ্ছে।

হাসানকে পাওয়া গেল না। সে বেশির ভাগ সময়ই বারান্দায় ক্যাম্পখাট পেতে ঘুমায়। ঝড়-বৃষ্টির সময়ও একই জায়গা। তখন পর্দার মত কি যেন দেয়। এই ছেলেটির জন্যে বাড়ির ভেতরে কোন জায়গা হয় নি।

আজ ঝড় না হোক, বৃষ্টি হবে। অসহ্য গরম পড়েছে। আকাশ মেঘলা। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ইলা বাড়িওয়ালার স্ত্রীকে বলে আসতে গেল। বৃষ্টির মধ্যে জামান এসে যদি দাঁড়িয়ে থাকে, আর যদি গেট খোলা না হয় তার পরবর্তী অবস্থা কি হবে চিন্তা করা যায় না।

বাড়িওয়ালার স্ত্রী সুলতানা খেতে বসেছেন। আজ তাঁকে অন্যদিনের চেয়েও মোটা লাগছে। গলার চামড়া থলথল করছে। ব্লাউজের বোতাম লাগান নি। তাঁর দিকে তাকানো যাচ্ছে না। ইলাকে দেখে বললেন — বসে যাও তো মা। চারটা ভাত খাও আমার সাথে। রূপচান্দা শুঁটকির দোপেঁয়াজা। ঝাল ঝাল করে রাঁধা । খেয়ে দেখ।

ইলা বলল, আরেক দিন খাব। আজ রাতে গেটটা একটু খোলা রাখতে হবে। হাসানকে যদি একটু বলে দেন।

'দিব, বলে দিব।'

'আরেকটা কাজ আছে। অন্তুকে ডাক্তার দেখাতে হবে।'

'চিন্তা করো না তো। হাসান নিয়ে যাবে। সারাদিন তো ঘরে বসেই ঝিমায়। ঐ দিন মগবাজার যাবে — আমার কাছে রিকশা ভাড়া চায়। চিন্তা করে দেখ কত বড় সাহস। মগবাজার এমন কি দূর। গাধা, তুই হেঁটে চলে যা। এত বাবুয়ানা কিসের?'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব কথা শুনতে ভাল লাগছে না, আবার চলেও যাওয়া যাচ্ছে না। খাওয়া বন্ধ রেখে একজন এত আগ্রহ নিয়ে গল্প করছে তার সামনে থেকে উঠে চলে যাওয়া যায় না।

'বস না মা, দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'অন্তু একা আছে।'

'থাকুক না একা। একটা জিনিস তোমার মধ্যে দেখি যেটা আমার পছন্দ না। কাজের লোক তুমি মাথায় তুলে রাখ। কাজের লোক থাকবে কাজের লোকের মত। কয়েকদিন আগে দেখলাম রিকশা করে যাচ্ছ, চাকর ছোঁড়া বসে আছে তোমার পাশে। সে বসবে নিচে। পায়ের কাছে। পাশে বসালে এরা কোলে বসতে চাইবে।'

সৌজন্যেঃ সোহেল কাজী sohell.kazi@gmail.com